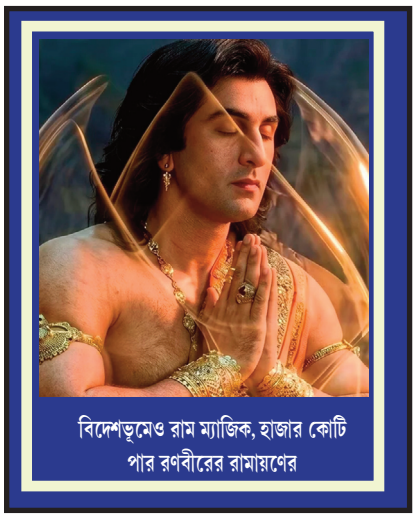
Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 14-11-2026 00:00 Page 1



বিদেশভূমেও রাম ম্যাজিক, হাজার কোটি পার রণবীরের রামায়ণের

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

২৬ কার্তিক ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ১৩ নভেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৬৩১ সংখ্যা ।। ৮ পাতা



পুলিশ মিত্র' অ্যাপ চালু বঙ্গে , বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

পুলিশকে 'হুমকি' মামলা, কালীঘাটের বাড়ি গিয়ে অভিষেককে ধরানো হল নোটিস



তৃণমূলের পাপের বোঝা নেবে না সিপিএম, সমঝোতায় কড়া ব্যবস্থা নিতে নেতৃত্বকে ছাড়পত্র আলিমুদ্দিনের

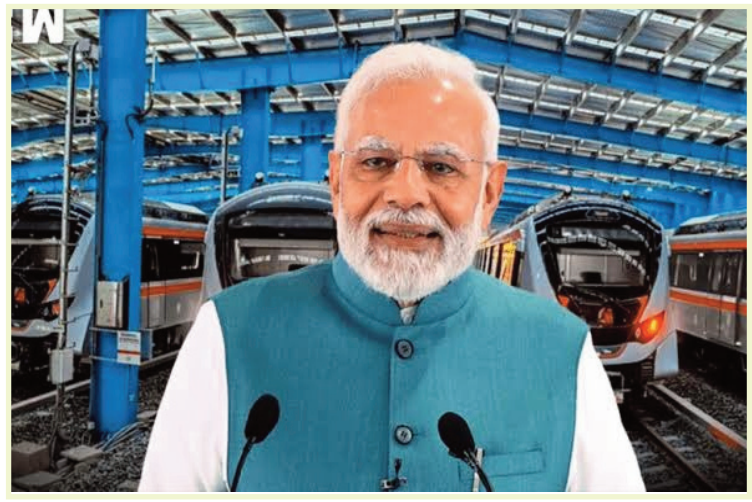


প্রিয়রঞ্জনের মূর্তি উন্মোচনের অনুষ্ঠানে নেই দীপা-মিছিল, কারণ ঘিরে শুরু চর্চা



চলতি মাসেই কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে। কলকাতার মেট্রো যাত্রীদের জন্য আসছে বড় সুখ বর। আগামী ২১ নভেম্বর কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর হাত ধরেই উদ্বোধন হতে চলেছে মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনের নতুন অংশ। এর ফলে এবার সরাসরি এক মেট্রোয় সেক্টর ফাইভ থেকে নিউ গড়িয়া পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারবেন যাত্রীরা। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মরত হাজার হাজার মানুষ এবং নিত্যযাত্রীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে। সবচেয়ে বড় বিষয়, চিংড়িহাটার দীর্ঘদিনের জট কাটিয়ে অবশেষে এই প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। কীভাবে কাটল চিংড়িহাটার জট? কবি সুভাষ থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত অরেঞ্জ লাইন মেট্রো প্রকল্প নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অনিশ্চয়তা ছিল। বিশেষ করে চিংড়িহাটা মোড়ে মেট্রোর কাজ আটকে থাকায় প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। অভিযোগ, আগের সরকারের আমলে প্রায় দেড় বছর অনুমতি না মেলায় এই অংশের কাজ এগোতে পারেনি। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর সেই জট কাটে। দ্রুত কাজ শেষ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। মাত্র ১২০ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে চিংড়িহাটায় আটকে থাকা গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। প্রথম পর্যায়ে ১৫ মে রাত ৮টা থেকে ১৮ মে সকাল ৮টা পর্যন্ত ৬০ ঘণ্টার মধ্যে ৩১৭ ও ৩১৮ নম্বর পিলারের মাঝে ২৮ মিটার দীর্ঘ ভায়াডাক্ট বসানো হয়। এই কাজের জন্য ইএম বাইপাসের উল্টোডাঙাগামী লেনে আংশিক যান নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছিল। এরপর এক সপ্তাহের বিরতি দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে ২২ মে রাত ৮টা থেকে ২৫ মে সকাল ৮টা পর্যন্ত আরও ৬০ ঘণ্টার কাজ চলে।



৩১৮ ও ৩১৯ নম্বর পিলারের মধ্যে বসানো হয় ৩৪ মিটার দীর্ঘ ভায়াডাক্ট। দু-দফায় মোট ৬২ মিটার ভায়াডাক্ট বসানোর কাজ সম্পূর্ণ হয়। চিংড়িহাটার কাজ শেষ হওয়ার পর অরেঞ্জ লাইনে পরীক্ষামূলকভাবে মেট্রো চালানোর প্রস্তুতি শুরু হয়। গত মাসে ওই অংশে ট্রায়াল রানও হয়েছে। সম্প্রতি মহালয়ার দিন বেলেঘাটা থেকে আইটি সেন্টার পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে মেট্রোর রেক চালায় নির্মাণ সংস্থা রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড। ফলে পরিষেবা চালুর প্রস্তুতি অনেকটাই এগিয়ে যায়। এবার প্রধানমন্ত্রীর কলকাতা সফরকে ঘিরে উদ্বোধনের দিনক্ষণও চূড়ান্ত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই চিংড়িহাটার কাজ পরিদর্শন করেছিলেন। তাঁর দাবি, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় বাড়ায় উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। পূর্ববর্তী সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রের সম্পর্কের টানাপোড়েনের কারণে বাংলার একাধিক পরিকাঠামো প্রকল্প বাধার মুখে পড়েছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি। সব মিলিয়ে ২১ নভেম্বরের উদ্বোধন ঘিরে কলকাতার মেট্রো যাত্রীদের মধ্যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। অরেঞ্জ লাইনের নতুন অংশ চালু হলে সেক্টর ফাইভ ও নিউ গড়িয়ার মধ্যে যোগাযোগ আরও সহজ হবে। বিশেষত যানজট এড়িয়ে দ্রুত যাতায়াতের সুযোগ পাবেন নিত্যযাত্রীরা। তবে এই পরিষেবা চালুর ফলে শহরের পরিবহণ ব্যবস্থায় কতটা পরিবর্তন আসে, এখন সেদিকেই নজর কলকাতাবাসীর।

দেশে প্রথম ৮কে

রেজোলিউশনে মহাকাশ দর্শন!

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ দেশে প্রথমবার ৮কে রেজোলিউশনে মহাকাশ দর্শনের সুযোগ। শুক্রবার কর্নাটকের মাইসুরুতে অত্যাধুনিক 'কসমস-মাইসুরু' প্ল্যানেটোরিয়ামের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মাইসুরু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তৈরি হয়েছে অত্যাধুনিক এই মহাকাশ বিজ্ঞান কেন্দ্র। এই উদ্যোগ প্ল্যানেটোরিয়াম প্রযুক্তি এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষায় বড় অগ্রগতি বলে মনে করা হচ্ছে। চামুণ্ডি পাহাড়ের পাদদেশে, মাইসুরু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তৈরি হওয়া অত্যাধুনিক এই মহাকাশ বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান আকর্ষণ হল এর ১৫ মিটার চওড়া হেলানো এলইডি ডোম। সাধারণ প্ল্যানেটেরিয়ামে যেখানে প্রজেক্টর দিয়ে ছবি দেখানো হয়, এখানে গোটা ডোমটাই এলইডি প্যানেল দিয়ে তৈরি। মোট ৬১৪৮টি এলইডি প্যানেল আর প্রায় ৪.২৭ কোটি পিক্সেল দিয়ে তৈরি হয়েছে এই ডোম। যার ফলে দর্শকরা ৮কে রেজোলিউশনে গ্রহ, নক্ষত্র, গ্রহণ আর ধূমকেতুর মতো মহাকাশে ঘটে চলা নানা গতিবিধি দেখতে পাবেন। অভিনব এই প্ল্যানেটেরিয়ামে ১৬০ জন দর্শক একসঙ্গে বসে এই শো দেখতে পাবেন। এই উদ্যোগ দেশের শিক্ষার্থী, গবেষক, সাধারণ মানুষের মহাকাশ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ও কৌতূহল আরও বাড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। দেশের জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা প্রতিষ্ঠান আইআইএ এবং মাইসুরু বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয়েছে প্ল্যানেটেরিয়াম। বিরাট এই উদ্যোগে সহযোগিতা করেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর, পরমাণু শক্তি দফতর এবং প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টার দফতর। ২০২২ সালে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সাংসদ তহবিল থেকে ৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। পুরো প্রকল্পে মোট ব্যয় হয়েছে প্রায় ১১৫ থেকে ১১৬ কোটি টাকা।

জানা যাচ্ছে, মহাশূন্যের ওপার বিস্ময় প্রত্যক্ষ করার পাশাপাশি এখানে থাকছে অ্যাস্ট্রোনমি মিউজিয়াম, এক্সিবিশন হল, লেকচার রুম আর ট্রেনিং ল্যাব। তিনটি ভাষায় এখানে দেখা যাবে প্রদর্শনী। যেগুলি হল, কন্নড়, ইংরেজি ও হিন্দি। আশা করা হচ্ছে, ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের জন্য মহাকাশ বিজ্ঞান শিক্ষার পথ খুলে দেবে এই কশমস-মাইসুরু প্ল্যানেটেরিয়াম।

বক্সার বাঘিনির গর্ভপাত নিয়ে তদন্তে এনটিসিএ



নিজস্ব প্রতিনিধিঃ বক্সার জঙ্গলে বাঘের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগের মধ্যেই 'ডুয়ার্স রানি'র গর্ভপাতের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিহারের বাল্মীকি ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে বক্সায় আনা বাঘিনিটির শাবক নষ্ট হওয়ার কারণ খতিয়ে দেখতে নেমেছে ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (এনটিসিএ)।

কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবও নিয়মিত পরিস্থিতির খোঁজ নিচ্ছেন। গত ২ অক্টোবর তাঁর উপস্থিতিতেই বাঘিনিটিকে বক্সার জঙ্গলে ছাড়া হয়েছিল। ফলে এই ঘটনায় কেন্দ্রের নজরদারি বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছে। এনটিসিএ-র একটি বিশেষজ্ঞ দল ইতিমধ্যেই বক্সায় পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে স্থানান্তরের নিয়ম ভাঙার কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলেনি বলে সূত্রের খবর। বাল্মীকি ব্যাঘ্র প্রকল্পে প্রথমে চারটি বাঘিনিকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে একটির গর্ভাবস্থা নিশ্চিত হওয়ায় এবং অন্য একটি সদ্য শাবক প্রসব করায় তাদের স্থানান্তরের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। তৃতীয় বাঘিনিটির ক্ষেত্রেও গর্ভবতী হওয়ার আশঙ্কা থাকায় তাকে নেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত বক্সায় আনা চতুর্থ বাঘিনিটির শরীরে তখন অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কোনও লক্ষণ ধরা পড়েনি। বিশেষজ্ঞদের প্রাথমিক অনুমান, বাঘিনিটিকে ধরার সময় তার গর্ভাবস্থা ছিল একেবারে শুরুর পর্যায়ে; সম্ভবত ১০ থেকে ১৫ দিনের। সেই অবস্থায় সাধারণ পরীক্ষায় গর্ভধারণ শনাক্ত করা কঠিন।

আবাস যোজনা

৭ লক্ষ উপভোক্তাকে দ্বিতীয় কিস্তি প্রদান করলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে রাজ্যের আরো ৭ লক্ষ উপভোক্তাকে আবাস যোজনার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা প্রদান করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যেখানে প্রাপক পিছু ৬০ হাজার টাকা করে মোট ৪ হাজার ২০১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে আজ শুক্রবার নবান্ন সভাঘরের অনুষ্ঠান থেকে পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা তুলে দেওয়ার অনুষ্ঠানে বিগত তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে বিপুল দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার নবান্ন সভাঘরে আয়োজিত এই সরকারি অনুষ্ঠান থেকে তিনি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে, আবাস প্রকল্পের দুর্নীতির সঙ্গে যাঁরা জড়িত রয়েছেন, তাঁদের কারও রেহাই নেই এবং সরকার প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিগত সরকারের আমলে আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া হয়েছিল প্রায় ১৭ লক্ষেরও বেশি উপভোক্তাকে। কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পর বর্তমান সরকার সেই উপভোক্তাদের তালিকা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করতে গিয়ে চমকে ওঠার মতো তথ্যের হদিশ পায়। দেখা যায়, ওই তালিকায় প্রায় ৫৭ হাজার এমন ভুয়ো প্রাপকের নাম রয়েছে, যাঁদের বাস্তবে কোনও অস্তিত্বই নেই। এ ছাড়া আরও ১২ হাজার মানুষ সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূতভাবে সরকারি প্রকল্পের টাকা পেয়েছেন বলে ধরা পড়েছে। এই বিপুল অনিয়মের ইস্যুতেই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্ন সভাঘর থেকে কড়া সুরে শুভেন্দু অধিকারী জানান, যে ৫৭ হাজার ভুয়ো প্রাপকের নাম তালিকায় ঢুকেছিল, তা কীভাবে সম্ভব হয়েছিল এবং এর নেপথ্যে কারা জড়িত রয়েছেন, তা খুঁজে বের করা হবে। কোনও সরকারি আধিকারিকও যদি এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তবে কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না এবং প্রয়োজনে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। বিগত সরকারের আমলে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামকরণ করা বাংলার বাড়ি প্রকল্পে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কড়া অবস্থান নিল সরকার। পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে এই প্রকল্পের টাকা ভুয়ো উপভোক্তা বা প্রাপকদের কাছ থেকে ফেরাতে পঞ্চায়েত দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সম্প্রতি তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, ডিসেম্বরের মধ্যে টাকা না,ফেরালে জানুয়ারিতে সংশ্লিষ্টদের উপভোক্তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে হবে। সূত্রের খবর, বাংলার বাড়ি প্রকল্পের তথ্য যাচাই পর্বে ইতিমধ্যে রাজ্যে ১২ হাজারের বেশি ভুয়ো উপভোক্তার সন্ধান মিলেছে, যাঁরা কোনওভাবেই গ্রামীণ গরিব মানুষের জন্য আবাস যোজনার টাকা পাওয়ার যোগ্য নন। তাঁদের অনেকেরই নিজস্ব পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তৃণমূল জমানায় তাঁরা এক বা একাধিকবার টাকা তুলেছেন। অনেকে টাকা নিয়ে বাড়ি করেননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা এ ভাবে অপচয় বা দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 14-11-2026 00:00 Page 2

শিক্ষায় উৎকর্ষের নাম

আন-নাজাত অ্যাকাডেমি

মানস দাস ।। নয়া জামানা ।। মালদা

শিক্ষা কেবল কতগুলো তথ্য মুখস্থ করা বা পুঁথিগত জ্ঞান অর্জনের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়, শিক্ষা হলো একটি শিশুকে প্রকৃত অর্থে ‘মানুষ’ হিসেবে গড়ে তোলার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম।মালদা জেলার কালিয়াচক ব্লকের সাহাবাজপুর অঞ্চলের ছারকাটোলায় ২০০৯ সাল থেকে এই মহান ব্রতই সফলভাবে পালন করে আসছে ‘আন-নাজাত অ্যাকাডেমী’।এই বিদ্যালয়টি পরিচালনা করে নাজাত ট্রাস্ট। প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে বিদ্যালয়টি কেবল এলাকার শিক্ষাঙ্গনেই নয় বরং অভিভাবক ও সচেতন মহলের আস্থার এক অনন্য প্রতীকে পরিণত হয়েছে।



অবস্থান ও যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ সহজে পৌঁছানোর ঠিকানা

মালদার কালিয়াচকের মতো জনবহুল ও কর্মব্যস্ত এলাকায় অবস্থিত এই বিদ্যালয়টিতে যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত সহজ এবং সুবিধাজনক।মূল সড়ক সংযোগ৩৪ নং জাতীয় সড়ক থেকে বালিয়াডাঙ্গা মোড় হয়ে গোপালগঞ্জ যাওয়ার রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে হবে।নির্দিষ্ট ল্যান্ডমার্কএই রাস্তা ধরে যাওয়ার সময় ‘মমিন পাড়া স্ট্যান্ড’ পার হতেই রাস্তার পূর্ব দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে আন-নাজাত অ্যাকাডেমী।চলাচলের সুব্যবস্থা থাকায় অভিভাবকরা তাঁদের ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে প্রতিদিন কোনো রকম বাড়তি দুশ্চিন্তা ছাড়াই বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে পারেন।

নার্সারী থেকে দশম শ্রেণিঃ শিক্ষার মজবুত ও সুদৃঢ় ভিত

আন-নাজাত অ্যাকাডেমীতে পঠন-পাঠন শুরু হয় একেবারে শেকড় থেকে,নার্সারী থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত।শৈশবের প্রথম সিঁড়ি থেকেই শিশুদের সঠিক মানসিক,শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটাতে এখানে রয়েছে বিশেষ পরিকল্পনা।শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা, নীতিশিক্ষা এবং পড়াশোনার প্রতি গভীর আগ্রহ তৈরি করার ওপর জোর দেওয়া হয়।মাধ্যমিক স্তর অর্থাৎ দশম শ্রেণি পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বোর্ড পরীক্ষার জন্য নিজেদের সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে তুলতে পারে।

আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ঃ সময়ের সঙ্গে তাল মেলানো শিক্ষাপদ্ধতি আজকের তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।অথচ নৈতিকতার অবক্ষয় রোধ করতে হলে মূল্যবোধের শিক্ষাও সমানভাবে জরুরি।আন-নাজাত অ্যাকাডেমী এই দুইয়ের অপূর্ব এক সমন্বয় ঘটিয়েছে।বিদ্যালয়টিতে ইসলামিক শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান, গণিত, কম্পিউটার ও অন্যান্য সমসাময়িক বিষয়ের মিশ্রণ ঘটিয়ে পাঠদান করা হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন আধুনিক যুগের প্রযুক্তিনির্ভর ও প্রতিযোগিতামূলক সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শেখে অন্যদিকে নৈতিক চরিত্র গঠনেও তারা অনন্য উচ্চতায় পৌঁছায়।

মেধা বিকাশে বিশেষ যত্ন ঃ রেমেডিয়াল ক্লাস থেকে মাস্থলি টেস্ট

সব শিশুর শেখার গতি, ধরন বা ক্ষমতা একরকম হয় না। প্রতিটি শিশুর ভেতর লুকিয়ে থাকা প্রতিভাকে চিনে নিয়ে সে অনুযায়ী পরিচর্যা করাই প্রকৃত শিক্ষার কাজ।পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে এবং কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের আরও উৎকর্ষ সাধনের জন্য এখানে রয়েছে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা

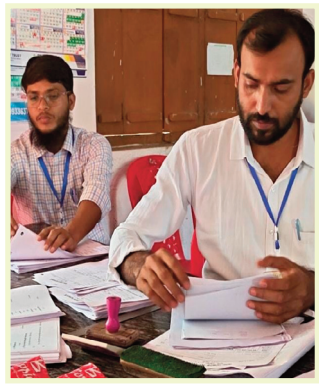
রেমেডিয়াল ক্লাস ঃ যে সমস্ত পড়ুয়ারা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে কিছুটা দুর্বল, তাদের জন্য আলাদাভাবে সময় দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিষয়গুলো সহজ করে বুঝিয়ে দেন।

বিশেষ কোচিং ক্লাসঃ প্রতিটি শিশুর মেধার পূর্ণ বিকাশের জন্য বিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই বিশেষ কোচিংয়ের সুব্যবস্থা রয়েছে।

মাস্থলি টেস্ট (মাসিক পরীক্ষা) ঃ ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এবং নিয়মিত তাদের মেধা যাচাই করতে মাসিক পরীক্ষা নেওয়া হয়।এর ফলে পরীক্ষার ভয় বা জড়তা সহজেই কেটে যায় এবং শিক্ষার্থীরা শুরু থেকেই চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকে।কৃতি ছাত্র-ছাত্রী ও বৃত্তিমূলক পরীক্ষায় আকাশছোঁয়া সাফল্যশুধু স্কুলের চার দেওয়ালের গণ্ডির ভেতরেই নয়, বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পরীক্ষা এবং স্কুল প্রবেশিকা পরীক্ষায় আন-নাজাত অ্যাকাডেমীর ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্য সত্যিই ঈর্ষণীয় ও আকাশছোঁয়া। প্রতি বছর এই বিদ্যালয়ের কৃতি পড়ুয়ারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক ও বৃত্তি পরীক্ষায় নিজেদের মেধার স্বাক্ষর রেখে কালিয়াচক তথা মালদা জেলার মানচিত্র উজ্জ্বল করছে।এই ধারাবাহিক সাফল্যই প্রমাণ করে এখানকার শিক্ষকদের একাগ্রতা এবং পাঠদানের মান কতটা নিখুঁত।











কেন আপনার বাচ্চাদের এই বিদ্যালয়ে ভর্তি করবেন ?

আজকের দিনে নামী-দামী স্কুল অনেক পাওয়া যায় কিন্তু একটি শিশুকে কেবল ‘পরীক্ষায় পাস করা শিক্ষার্থী’ নয় বরং ‘মানুষের মতো মানুষ’ করে তোলার মতো নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। আন-নাজাত অ্যাকাডেমী ঠিক এই জায়গাতেই অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ে আলাদা।সম্প্রতি এই বিদ্যালয় এর এডমিশন টেস্ট শেষ হয়েছে।বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অতি উৎসাহের সহিত এই বিদ্যালয় এডমিশন টেস্ট পরীক্ষায় বসে।নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক-শিক্ষিকা এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা কেবল একটি পেশা হিসেবে পাঠদান করেন না,তারা ছাত্র-ছাত্রীদের সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছেন।প্রতিটি শিশুর প্রতি তাদের রয়েছে সজাগ দৃষ্টি ও আন্তরিক ভালোবাসা।মার্জিত আচরণ ও স্নেহের পরিবেশএখানকার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ব্যবহার এতটাই মার্জিত, ভদ্র ও অমায়িক যে শিশুরা খুব সহজেই তাদের আপন করে নেয়।অভিভাবকরাও শিক্ষকদের এই অতুলনীয় আন্তরিকতায় ব্যাপক খুশি ও সন্তুষ্ট থাকেন।নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ কোলাহলমুক্ত, নিরাপদ ও পড়াশোনার অনুকূল পরিবেশে শিশুরা এখানে ভয়হীনভাবে ও আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করে।

প্রধান শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি ও আগামী দিনের স্বপ্ন

বিদ্যালয়ের সার্বিক সাফল্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধান শিক্ষক জাহির আব্বাস অত্যন্ত আশাবাদী সুরে জানান,ছাত্র-ছাত্রীদের মানুষের মত মানুষ করে তুলতে আমরা নিরলস ও নিরাপদ পরিশ্রম করে চলেছি। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আর ছাত্র-ছাত্রীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যালয় আজ অসাধারণ ফলাফলের মধ্য দিয়ে নিজের নাম উজ্জ্বল করেছে। আগামী দিনে এই ধারা বজায় রেখে আরও বড় সাফল্য আসবে বলেই আমরা দৃঢ়ভাবে আশা রাখি।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সফলতার এক আলোকিত ঠিকানা

২০০৯ সালে মাত্র কয়েকটি কচি প্রাণ নিয়ে যে ছোট্ট যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ তা একটি বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। মালদার কালিয়াচকের সাহাবাজপুরের ছারকাটোলার মতো এলাকার বুকে আন-নাজাত অ্যাকাডেমী আজ শিক্ষার এক প্রকৃত আলোকবর্তিকা।আপনি যদি আপনার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হন এবং তাকে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা, শৃঙ্খলা ও আদর্শে বলীয়ান করে তুলতে চান, তবে আন-নাজাত অ্যাকাডেমী হতে পারে আপনার সন্তানের জন্য শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ ঠিকানা।আসুন,আপনার সন্তানকে আলোর পথে এগিয়ে দিতে এবং তার একটি সুদৃঢ় ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আজই আস্থা রাখুন আন-নাজাত অ্যাকাডেমীর ওপর।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 14-11-2026 00:00 Page 3

অভিষেকে নোটিস পাঠিয়ে তলব গিরিশ পার্ক থানার



কলকাতাঃ পুলিশকে হুমকি মামলায় নতুন করে বিপাকে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে গিয়ে নোটিস ধরাল পুলিশ। আগামী ২০ নভেম্বর এনিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাংসদকে থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার তাঁর বাড়িতে নোটিস গ্রহণ করা হয়েছে। এবার নির্দিষ্ট দিনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশের তলবে হাজিরা দেন কি না, সেটাই দেখার। গত ২৯ অক্টোবর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমের সামনে অভিযোগ করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান রাজ্য সরকারের ইন্ধনে পুলিশ তাঁর মতো বিরোধীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করছে। পরে সরকার বদল হলে সেসব পুলিশ অফিসারদের তিনি দেখে নেবেন বলে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। এনিয়ে ৩১ অক্টোবর তাঁর বিরুধে গিরিশ পার্ক থানায় এফআইআর দায়ের করেছিলেন এক মহিলা। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আজ, শুক্রবার সন্ধ্যায় মমতা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের কালীঘাটের বাড়িতে পৌঁছে যায় পুলিশ। তাঁকে হাজিরার নোটিস ধরানো হয়। গিরিশ পার্ক থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিষেকের বাড়ির তরফে নোটিসটি গ্রহণ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, আগামী ২০ নভেম্বর শুক্রবার দুপুর ১টা নাগাদ অভিষেককে গিরিশ পার্ক থানায় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে ওই নোটিসে। পুলিশকে হুমকি সংক্রান্ত মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সাংসদকে। পুলিশি তলবে সাড়া দিয়ে তিনি কি হাজিরা দেবেন নাকি এড়িয়ে যাবেন, সেটাই দেখার। উল্লেখ্য, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে বেশ কয়েকটি মামলা বিচারাধীন আদালতে। পুলিশকে হুমকি মামলায় নোটিস তাঁকে আরও বিপাকে ফেলল নিঃসন্দেহে।

তৃণমূলের পাপের বোঝা নেবে না সিপিএম

কলকাতাঃ তৃণমূলের পাপের বোঝা কাঁধে নেবে না পার্টি। তাই কোনও পরিস্থিতিতেই ত্রিস্তরের পঞ্চায়েত থেকে পুরসভা দখলে সমঝোতা করলে কড়া ব্যবস্থা নিতে পারবে জেলা নেতৃত্ব। দু'দিনের রাজ্য কমিটির বৈঠক থেকে জেলা নেতৃত্বকে খুল্লামখুল্লা ছাড়পত্র দিল সিপিএম। সেই সঙ্গে রাজ্য জুড়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ এবং এসআইআর বাতিলের দাবিতে এক মাসব্যাপী নাছোড় আন্দোলন গড়ে তোলার নির্দেশ দিল আলিমুদ্দিন। ২৮ ও ২৯ আগস্ট কল্যাণীতে হয় পার্টির বর্ধিত রাজ্য কমিটির বৈঠক। তার পর থেকে আড়াই মাসে পার্টি কতখানি এগিয়েছে তার পর্যালোচনায় দু'দিন ধরে বৈঠক করেন বঙ্গ সিপিএমের কমরেডকুলের নেতারা। বৈঠকের শুরুতেই সাংগাঠনিক রিপোর্ট পেশ করে পার্টির রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। সূত্রের খবর, নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে দুই বাম প্রার্থীর ভরাডুবি হলেও বিরাট ব্যর্থতা হিসাবে দেখতে



নারাজ পার্টি। ফল প্রত্যাশিত ছিল বলেই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। সূত্রের খবর, বৈঠকে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সেলিম জানান, পুলিশ, প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের সহযোগিতায় শাসকদল ব্যাপক ভোট চুরি করেছে। এছাড়াও উপনির্বাচন বলে বহু পরিযায়ী শ্রমিক ভোট দিতে আসেনি। এই দুইয়ের মিলিত পরিস্থিতির সব সুবিধা ঘরে তুলেছে বিজেপি। এই ফলাফল কখনই বাস্তব চিত্র তুলে ধরে না। আবার শারদোৎসবে বইয়ের ওপর আক্রমণ সাধারণ মানুষ ভালভাবে নেয়নি। ফলে ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী বা সাধারণ শিক্ষিত মানুষের সমর্থন পাওয়া গিয়েছে বলে সম্পাদকীয় রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় বলে সূত্রের খবর। ১৫-২২ নভেম্বর 'বাড়ি বাড়ি বুক স্টল কর্মসূচি' হবে বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়।

প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে দীপা দাশমুন্সির অনুপস্থিতি নিয়ে তুঙ্গে চর্চা



কলকাতাঃ দীর্ঘ পরিকল্পনার বাঙ্ময় স্তবায়ন। প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে বিবাদী বাগে বসানো হয়েছে জনপ্রিয় নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মূর্তি। শুক্রবার সেই অনুষ্ঠান ঘিরে শহরে এক নজিরবিহীন রাজনৈতিক সম্প্রীতির ছবি ফুটে উঠেছে। কিন্তু তাতে তালও কেটেছে। এই অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি প্রিয়পত্নী দীপা দাশমুন্সি ও তাঁদের পুত্র মিছিল ওরফে প্রিয়দীপকে। ছিলেন না প্রিয় ও দীপা ঘনিষ্ঠ জলপাইগুড়ির কংগ্রেস নেতা পার্থ ভৌমিকও। তাঁদের এই অনুপস্থিতির কারণ নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। যদিও এমন স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব কার্যত মুখে কুলুপ এঁটেছে। দীপা দাশমুন্সি এই মুহূর্তে কেরলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কংগ্রেস নেত্রী। কংগ্রেস হাইকমান্ড তাঁকে এই দায়িত্ব দিয়েছে। সেই কারণে দীপাকে অধিকাংশ সময় কাটাতে হচ্ছে কেরলে। এই ব্যস্ততার কারণেই তিনি শুক্রবার কলকাতার অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি বলে দাবি প্রদেশ কংগ্রেস নেতা অমিতাভ চক্রবর্তীর। তাঁর কথায়, তদীপাদিকে বলেছিলাম আজকের অনুষ্ঠানের কথা। কিন্তু কেরলের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে তাঁর দিল্লি-কেরল, দিল্লি-কেরল চলছে। তাই জানিয়েছিলেন যে হয়ত আসতে পারবেন না।দ তবে তাঁর এই বয়ানেই চর্চা থেমে থাকেনি। রাজনৈতিক মহলে একাংশের বক্তব্য, প্রিয়রঞ্জনের এই মূর্তি স্থাপনের গোটা পরিকল্পনা আসলে সদ্য দলবদলকারী উত্তর কলকাতার দাপুটে নেতা সন্তোষ পাঠক। যিনি ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাই সরাসরি থাকতে না পারায় এদিনের অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্ব তিনি দিয়েছিলেন নিজের ঘনিষ্ঠ নেতা অমিতাভ চক্রবর্তীকে। প্রিয়রঞ্জনের নামে এত বড় অনুষ্ঠান, তাই প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে কেউ সন্তোষ-অমিতাভ যোগ নিয়ে কোনও আপত্তি তোলেননি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন, দিল্লিতে সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধীদের সঙ্গে দীপাদেবীর যোগাযোগ খুব ভালো। তাই বিজেপির সন্তোষ পাঠক ঘনিষ্ঠ এই অনুষ্ঠানে হাজির থেকে 'গেরুয়া' ছোঁয়া গায়ে লাগাতে চাননি দীপা দাশমুন্সি। সূত্রের আরও একটি খবর, প্রদেশ কংগ্রেসের দপ্তরে ডিসেম্বরে প্রিয়রঞ্জনকে নিয়ে পৃথক একটি অনুষ্ঠান করতে পারেন দীপা।

বরানগরের তরুণী খুনের ঘটনায় দিল্লি রেলস্টেশনের বাইরে থেকে গ্রেফতার প্রেমিক

পাবজি গেম খেলাকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরেই খুন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ধৃতকে কলকাতায় আনা হচ্ছে

কলকাতা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বরানগরে ২৬ বছর বয়সি তরুণী অঞ্জলি সাউ খুনের ঘটনায় তাঁর প্রেমিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। দিল্লির একটি রেলস্টেশনের বাইরে থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। বরানগর থানার এক সাব-ইনস্পেক্টরের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল এই অভিযান চালায়। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার (দক্ষিণ) কুন্তল বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ধৃতকে দিল্লি থেকে কলকাতায় আনা হচ্ছে। তাঁকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদের পরই খুনের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাবজি গেম খেলাকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরেই এই খুনের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। অভিযোগ, বিবাদের পর প্রেমিক অঞ্জলিকে খুন করে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এরপর থেকেই পুলিশ তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল। অবশেষে বৃহস্পতিবার রাতে তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। তবে অনলাইন গেম নিয়ে ঠিক কী ধরনের বিবাদ হয়েছিল, যার জেরে এই ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ সূত্রের দাবি, ধৃত যুবকও পাবজি গেমে আসক্ত ছিল। উল্লেখ্য, গত ১০ নভেম্বর বরানগরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের শীতলামাতা লেনের একটি ফ্ল্যাট থেকে অঞ্জলির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। অঞ্জলি ডানলপ এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, বরানগরের ওই ফ্ল্যাটে অঞ্জলির যাওয়ার বিষয়টি তাঁর প্রেমিক আগে থেকেই জানত। খুনের পর অভিযুক্ত যুবক মৃতার মোবাইল ফোন ব্যবহার করেই তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছে মেসেজ পাঠিয়েছিল। ওই মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন খতিয়ে দেখেই পুলিশ অভিযুক্তের সন্ধান পায়। পুলিশের দাবি, তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করতে অভিযুক্ত বারবার নিজের মোবাইল ফোন সুইচ অন ও অফ করছিল এবং অবস্থান পরিবর্তন করছিল। এর ফলে একাধিকবার তার কাছাকাছি পৌঁছেও তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

এসিপি (বেলঘরিয়া) জানিয়েছেন, অভিযুক্ত ক্রমাগত মোবাইলের লোকেশন পরিবর্তন করছিল। তবে পুলিশ এই বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে বরানগর থানার পুলিশ পাঁচতলার একটি ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে অঞ্জলির মৃতদেহ উদ্ধার করে।

মৃতদেহটি শোয়া অবস্থায় ছিল এবং শরীরে আঘাতের চিহ্নও পাওয়া যায়। জানা গিয়েছে, ফ্ল্যাটটি অঞ্জলির দিদি ও জামাইবাবুর। গত চার বছর ধরে তাঁরা সেখানে থাকছিলেন। তবে ব্যবসার কাজে বর্তমানে জামাইবাবু হুগলির শ্রীরামপুরে থাকেন এবং মাঝেমধ্যে ফ্ল্যাটে আসতেন।

নহায়-খায়ের মধ্য দিয়ে সূচনা লোকবিশ্বাসের মহাপর্ব ছট পূজা

আজ পালিত হবে 'খরনা'

কলকাতা। সূর্য উপাসনা ও লোকবিশ্বাসের অন্যতম বৃহৎ মহাপর্ব ছটপুজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে। চার দিনব্যাপী এই কঠিন ও পবিত্র ব্রতের প্রথম দিন শুক্রবার 'নহায়-খায়' পালনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে ছটপুজো।

এই মহাপর্বকে ঘিরে বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভক্তি ও উৎসাহের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কলকাতা-সহ গোটা বাংলাতেও শুরু হয়েছে ছটপুজোর প্রস্তুতি ও উদযাপন। ছটপুজোর প্রথম দিন অর্থাৎ শুক্রবার ব্রতী মহিলারা সকালে পবিত্র নদী বা জলাশয়ে স্নান করে বাড়িঘর ও আশপাশের এলাকা পরিষ্কার করেন। এরপর সম্পূর্ণ শুদ্ধতা ও সাত্ত্বিকতার সঙ্গে রান্না করা হয় বিশেষ প্রসাদ। নহায়-খায়ের দিনে মূলত ভাত, ছোলার ডাল এবং কুমড়োর তরকারি তৈরি করা হয়। এই প্রসাদ গ্রহণের মধ্য দিয়েই ব্রত শুরু করেন উপবাসীরা। এরপর উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন না করা পর্যন্ত তাঁরা অন্নগ্রহণ করবেন না।

ব্রতের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ শনিবার পালিত হবে 'খরনা'। এই দিন সকাল থেকে উপবাসীরা নির্জলা উপবাস পালন করে পুজোর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকবেন। সন্ধ্যায় স্নান ও পুজোর পর ভগবান সূর্যের আরাধনা করা হবে। প্রসাদ হিসেবে তৈরি হবে গুড়ের ক্ষীর ও রুটি।

খরনার প্রসাদ গ্রহণের পরেই শুরু হবে ৩৬ ঘণ্টার কঠিন নির্জলা উপবাস। পরে সেই প্রসাদ পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। ব্রতের তৃতীয় দিন রবিবার, ১৫ নভেম্বর, অস্তগামী সূর্যকে প্রথম অর্ঘ্য নিবেদন করা হবে। এরপর চতুর্থ তথা শেষ দিন সোমবার, ১৬ নভেম্বর, ভোরে উদীয়মান সূর্যকে দ্বিতীয় অর্ঘ্য নিবেদনের মধ্য দিয়ে চার দিনব্যাপী এই মহাপর্বের সমাপ্তি ঘটবে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন নদী ও জলাশয়ের ঘাটে ভক্তদের ব্যাপক সমাগম এবং মনোরম দৃশ্য দেখা যাবে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, ছটের এই কঠিন ব্রত মূলত সন্তানের সুখ-সমৃদ্ধি, দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনায় পালন করা হয়।

পৌরাণিক বিশ্বাস অনুসারে, মা দুর্গার ষষ্ঠ রূপ দেবী কাত্যায়নীকে ছটমাতার স্বরূপ বলে মনে করা হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, ছটমাতা ভগবান সূর্যের বোন।

তাই সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে ছটমাতার আরাধনা করেন ভক্তরা।

বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশের পাশাপাশি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও জাঁকজমকের সঙ্গে ছটপুজো পালিত হয়। শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও এই মহাপর্বের জনপ্রিয়তা ও উদযাপনের পরিধি ক্রমশ বাড়ছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 14-11-2026 00:00 Page 4

সম্পাদকীয়

১৩ নভেম্বর ২০২৬ ।। শুক্রবার

বর্ণপ্রাচীরে নতুন ভোর

আমেরিকার রাজনীতিতে ইতিহাসের পাতায় নতুন করে লেখা হল এক সাহসী অধ্যায়। দীর্ঘ দেড় শতকের বর্ণবৈষম্যের অন্ধকার পেরিয়ে অবশেষে কৃষ্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্বের নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করল মিসিসিপি। যে অঙ্গরাজ্যে একসময় শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য ছিল রাজনীতির অলিখিত নিয়ম, সেই মাটিতেই এবার নির্বাচিত হলেন প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ সেনেটর স্কট কোলোম। শুধু একটি নির্বাচনী জয় নয়, এই ফলাফল যেন আমেরিকার গণতন্ত্রের বিবেকের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল এক ঐতিহাসিক প্রশ্ন বর্ণের পরিচয় নয়, যোগ্যতা ও জনসমর্থনই কি শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের মাপকাঠি হতে পারে না ?বুধবার ডেমোক্র্যাট প্রার্থী স্কট কোলোম তাঁর রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী সিন্ডি হাইড-স্মিথকে পরাজিত করে এই নজির গড়েছেন। প্রায় ১৫০ বছরের ব্যবধান ভেঙে মিসিসিপির সেনেট রাজনীতিতে এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। মার্কিন রাজনীতিতে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্কের মাঝেই এই জয় নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। বিশেষ করে যে অঙ্গরাজ্যে কৃষ্ণাঙ্গ জনসংখ্যার হার আমেরিকার অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় সর্বাধিক সেখানে এতদিন তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথ কেন এত সংকীর্ণ ছিল, সেই প্রশ্নও নতুন করে সামনে এসেছে।গত ৩ নভেম্বর আমেরিকায় মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও ডাকযোগে আসা ভোট এবং অন্যান্য যাচাই প্রক্রিয়ার কারণে মিসিসিপিতে ফল ঘোষণা করতে কিছুটা সময় লাগে। অবশেষে বুধবার ফল প্রকাশের পর জানা যায়, মাত্র ৪ হাজার ৫৮৫ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন ৪৩ বছর বয়সি স্কট। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৪৯.২ শতাংশ, অন্যদিকে রিপাবলিকান প্রার্থী সিন্ডি হাইড-স্মিথ পেয়েছেন ৪৮.৭ শতাংশ ভোট।ব্যবধান সামান্য হলেও রাজনৈতিক তাৎপর্যের বিচারে এই জয় অনেক বড়। কারণ,এই ফলাফল কেবল ক্ষমতার পালাবদল নয় বরং দীর্ঘদিনের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে।মিসিসিপির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আমেরিকার বর্ণবৈষম্যের এক গভীর ক্ষত। দাসপ্রথা, গৃহযুদ্ধ, নাগরিক অধিকার আন্দোলন প্রতিটি অধ্যায়েই এই অঙ্গরাজ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গৃহযুদ্ধের পর দাসপ্রথার অবসান ঘটলেও সামাজিক বৈষম্য রাতারাতি দূর হয়নি। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, প্রশাসন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃষ্ণাঙ্গদের দীর্ঘদিন লড়াই করতে হয়েছে। আইনের চোখে সমানাধিকারের স্বীকৃতি মিললেও বাস্তবের মাটিতে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল অনেক কঠিন।আরও বিস্ময়কর বিষয় হল, কৃষ্ণাঙ্গ জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও মিসিসিপির সেনেট রাজনীতিতে দীর্ঘদিন শ্বেতাঙ্গদেরই প্রাধান্য বজায় থেকেছে।অতীতের রাজনৈতিক ইতিহাসও সেই বৈষম্যের সাক্ষী। ১৯৪৭ সালে শেষবার মিসিসিপি থেকে একজন ডেমোক্র্যাট সেনেটর নির্বাচিত হয়েছিলেন যিনি নিজেও বর্ণবৈষম্যের সমর্থক ছিলেন। অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের পরিচয় বদলালেও বর্ণবৈষম্যের মানসিকতা বহুদিন ধরে রাজনীতির পরিসরে জায়গা করে রেখে ছিল।সেই বাস্তবতায় স্কট কোলোমের জয় নিঃসন্দেহে এক বড় প্রতীকী পরিবর্তন।তবে এই জয়কে শুধুমাত্র বর্ণপরিচয়ের সাফল্য হিসেবে দেখলে ভুল হবে। নির্বাচনী বিশ্লেষকদের মতে, ভোটারদের মধ্যে বর্ণবৈষম্যবিরোধী মনোভাবের পাশাপাশি অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও অসন্তোষ কাজ করেছে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয়, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলি নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ ভোটাররা শুধু পরিচয়ের রাজনীতি নয়, নিজেদের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানও চাইছেন। স্কটের জয়ের পিছনে এই জনমানসের পরিবর্তনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

জর্জ বার্নার্ডশ এক প্রেরণা

এম এ নাসের

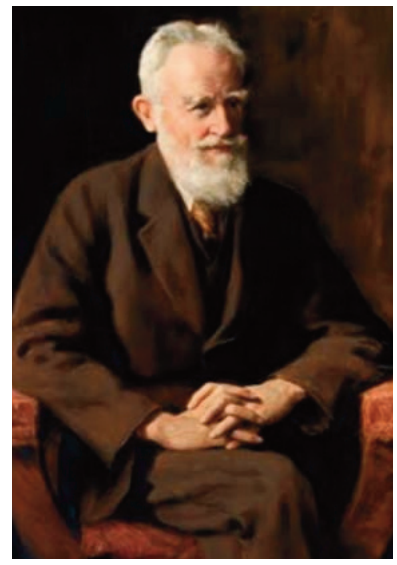


আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহরে ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই জন্ম। পিতা জর্জ কারশ ও একভাই তাঁরা ছিলেন। শৈশবে বাড়িতে পড়াশোনা শুরু হয়।মাতা লুসিন্দা এলিজাবেথ।

১৮৮০ সালে জর্জ এক জমির দালালির অফিসে চাকরি জীবনের সূচনা হয়। অফিসের কাজের সঙ্গে স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। ক্ষ্মনিরীশ্বরবাদদ তাঁর প্রথম লেখা মুদ্রিত হয়।১৮৮৫ সালে পর পর পাঁচটি উপন্যাস ইমম্যাচুরিটি, দি এরাশনালনট, লাভ এবং দি আস্টিস, কাসেল বায়ারনস প্রফেসন, এ্যান আনসোসাল সোস্যালিস্ট রচিত হয়। এহেন সময় পিতার অকাল প্রয়াণ হয়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে নিয়মিত পাঠচর্চা করতেন।বিবাহ করার পূর্বে 'চারলডি টাউনসিনেড'-কে বলেছিলেন,প্রেম কিন্তু শুরু হয় সিগারেটে আগুন জ্বালানোর মতো। শেষ হয় ছাই হয়ে।এই কথা শুনে 'টাউনসিনেড' বলেছিল,অন্য নারী শরীরের প্রতি ঝুঁকবে না। যদি আমাকে প্রতিদিন নতুনভাবে আবিষ্কার করার চোখ থাকে তোমার। বিবাহের পরেও মিসেস প্যাট্রিক কাম্পবেল- এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল।১৮৯৭ সালে পার্লামেন্ট মেম্বার হিসাবে নির্বাচিত হলেও, পরে স্থানীয় কাউন্সিলর ছিলেন। ১৮৯০ সালে তাঁর প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হয়। ১৮৯৫ সালে তিনি লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিকস এন্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিখ্যাত সংবাদপত্র 'নিউ স্টেটসম্যানের প্রতিষ্ঠাতা- সদস্য ছিলেন।তিনি একজন কট্টরপন্থী আধুনিকমনা লেখক হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় স্বদেশ ও সংস্কৃতির কথা স্মরণে ছিল। যে সব দুঃখী মানুষদের তিনি নিয়ে তার নাটক রচনা করেন,তাদের কথনো তিনি অবজ্ঞা করেননি। তিনি উপলব্ধি করেন যে, সাহিত্য বাস্তবিকই বাস্তব জীবনের উপরে নির্ভরশীল।'শ' বাম মনোভাবাপন্ন হয়েও তার ক্ষ্মআর্মস এন্ড দ্য ম্যানক্ষ্ম নাটকে নায়িকা রায়নার বেডরুম সাজালেন, হাতির দাঁতের তৈরি যীশুখৃষ্ট মূর্তি দিয়ে। কিন্তু তিনি যীশুকে নিয়ে বিদ্রুপ করেননি, বরং রায়নার সরল ধর্ম বিশ্বাসকে শ্রদ্ধার সাথে উপস্থাপন করেছেন। সাহিত্যের প্রখ্যাত গবেষক 'ডেভিড ক্লেয়ার' বলেন, ক্ষ্মবার্নার্ড শ-র নাটক ও সাহিত্য গভীরভাবে পাঠ করে আমি বুঝেছি যে, 'শ' সবসময়ই তাঁর প্রায় সমস্ত নাটকে আইরিশ, বিদেশে বসবাসকারী আইরিশ ব্যক্তিদের উপস্থাপনা করেছেন, এটা এই জন্য যে, যাতে খাঁটি আইরিশ চরিত্র সাহিত্যে তুলে ধরা যায়। 'শ' বলতেন, ক্ষ্ম সাহিত্য; কল্পনার সৃজন বটে, কিন্তু এই সৃজন বাঙ্ময় স্তবের মধ্য দিয়ে হয়ক্ষ্ম।তার বিখ্যাত নাটক সমূহের মধ্যে ক্ষ্মআর্মস এন্ড দ্য ম্যানক্ষ্ম (১৮৯৮), ক্ষ্মক্যানডিডাক্ষ্ম (১৮৯৪), ক্ষ্মসিজারএন্ড ক্লিওপেট্রাক্ষ্ম (১৮৯৮), ক্ষ্মম্যান এন্ড সুপারম্যানক্ষ্ম (১৯০১) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।তিনি বিশ্ব সম্মানিত হন, 'ম্যান এন্ড সুপারম্যান' নাটকে ।এই নাটকে চিরন্তন নারী ও পুরুষের ভালোবাসা, বিবাহ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। যৌন ক্রিয়াই হল প্রকৃত জীবনী শক্তি। নারী ও পুরুষের এই সম্পর্ক আবশ্যক , পরবর্তী প্রজন্মকে অগ্রগামী করার জন্য। তিনি পুরুষদের মেয়েদের উপকরণ এই সূত্র প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একজন 'সুপারম্যান' ব্যক্তি পরবর্তী প্রজন্মের মধ্য দিয়ে নিজের ধারা বজায় রাখবেন। তিনি এই নাটকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, প্রত্যেকটি মানসিক ঘটনার পেছনে একটা কারণ থাকতে বাধ্য। এই নাটকে ফ্রয়েডীয় চিন্তাভাবনার স্পষ্ট ছাপ দেখতে পাই। তাই বিদ্রোহী কবি 'কাজি নজরুল ইসলাম' বলেন, ক্ষ্মনিজের সন্তানকে গর্ভে ধারণ এবং জন্ম দিয়ে পৃথিবীর আলো দেখানোর মাধ্যমে একজন 'মা' নারী হিসেবে জীবনের সার্থকতা লাভ করেক্ষ্ম। উপনিবেশ আমেরিকার উপর ব্রিটিশ সেনার অত্যাচার ও আমেরিকানদের আত্মত্যাগের কাহিনী নিয়ে 'জর্জ বার্নার্ড শ-'র আর একটিবিখ্যাত নাটক -ক্ষ্ম দ্য ডেভিল'স ডিসাইপলক্ষ্ম। ১৮৯৬ সালে অভিনীত নাটক, বাংলা দেশের ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে ক্ষ্মশয়তানের ছাওয়ালক্ষ্ম নামে অভিনীত হয়। যা আজও বাংলাদেশে বিশেষ জনপ্রিয়।

'শ' খুব মজাদার মানুষ ছিলেন। একবার এক মহিলা 'বার্নার্ড শ' -এর বাড়িতে বেড়াতে এসে বলেন, মিস্টার 'শ' আপনার বাগানে এতো ফুল, অথচ আপনার ঘরে একটাও ফুলদানি নেই।'শ' হাসতে হাসতে বলেছিলেন, ক্ষ্মম্যাডাম আমি বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ভালোবাসি, তাই বলে তাদের মাথা কেটে ঘরে ঝুলিয়ে রাখবোক্ষ্ম। বিশ্ববিখ্যাত চিত্র পরিচালক 'হিচকক' মোটা এবং বিশাল ভুঁড়ির মালিক। একবার 'শ' - কে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, ক্ষ্ম তোমাকে দেখলে মনে হয় ইংল্যান্ডে দুর্ভিক্ষ চলছেক্ষ্ম। হাসতে হাসতে 'শ' বলেছিলেন, ক্ষ্মতোমাকে দেখলে বোঝা যায় দুর্ভিক্ষের কারণটা কিক্ষ্ম। জীবনে দাড়ি কাটতেন না, সময়ের অপচয় হবে বলে। 'বার্নার্ড শক্ষ্ম জীবনে কাউকে কোন বই উপহার দেননি, তবে বিশ্বখ্যাত বাঙালি 'জগদীশচন্দ্র বসু'-র ১৯২৮ সালে ইংল্যান্ডে ভাষণ শুনে, 'শ' জগদীশচন্দ্রে'র বাসায় যান। তিনি একটি বই উপহার হিসাবে রেখে আসেন। তাতে লেখেন, জীববিজ্ঞানে পণ্ডিত এক ব্যক্তিকে জীববিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ এক ব্যক্তির উপহার। তিনি নোবেল প্রাইজে ভূষিত হন ১৯২৫

সালে। নোবেল প্রাইজ গ্রহণ করতে চাইছিলেন না। স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে যদিও নেন, তবে তার অর্থ গ্রহণ করেননি। ১৯৩৮ সালে পান 'অস্কার'। নাটকের জনক ক্ষ্মইবসেন' সম্পর্কে 'শ' বলেন,



ক্ষ্মতিনটি বিপ্লব, ছ' টি ক্রুসেড, দুটি বিদেশি আক্রমণ, একটি ভূমিকম্প, সমান হেনরিক ইবসেনক্ষ্ম। '৬ষ্ঠ ত্রষ্ঠত্র থ্ঞ্ঞ' -এর নায়ক 'ব্লানশলি' যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছিলেন, বন্দুকের গুলি ছিল না। কিন্তু তার স্রষ্টা এই পৃথিবী থেকে চলে যাবেন এক নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। '৯৪' বছরের পরিপূর্ণ জীবন ভোগ করেন। কারণ তিনি বুঝে গেছেন এখানে থাকার আর তার প্রয়োজন নেই। যখন তিনি মূত্রাশয় এবং কিডনি- সহ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত, তখন 'ইয়েলিন' ও 'সেসি' নামে দুজন অভিনেত্রী দেখতে আসেন। তিনি তাঁদের বলেন, ক্ষ্মওয়েল, যাই হোক না কেন, এটা নতুন অভিজ্ঞতা হবেক্ষ্ম। এটা বলতে তিনি মৃত্যুকে বুঝিয়েছেন। ২ নভেম্বর ১৯৫০ সালে সিঁড়ির পর সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠে যাচ্ছেন 'বার্নার্ড শ'। তখন কানে বাজছে, তাঁরই বলা কথা, ক্ষ্মনতুন অভিজ্ঞতা ও নতুন কিছু করাই তরুণের ধর্মক্ষ্ম।

১৮৯২ সালের ৯ ডিসেম্বর তাঁর রচিত দি উইডোয়ার্স হাই সেস নাটক মঞ্চস্থ হয়। ১৮৯৩ সালে ক্ষ্মদি ফিলান্ডারারক্ষ্ম দ্বিতীয় নাটক প্রকাশিত হয়। ক্ষ্মমিসেস ওয়ারেনস প্রফেশনদ তৃতীয় নাটক লিখলেন। ১৮৯৮ সালে চতুর্থ নাটক ক্ষ্মআর্মস অ্যান্ড দি ম্যান প্রথম অভিনীত হল। ১৮৯৮ সালের ১ জুলাই শ ও চার্লোটপেইন টাউনসেন্ডের সঙ্গে বিবাহ হয়। ১৯০০ সালে ক্ষ্মক্যান্ডিডারদ লন্ডনের স্ট্রান্ড থিয়েটারে প্রদর্শিত হয়। ১৯১৩ সালে মাতা লুসিন্দা এলিজাবেথের মৃত্যু হয়। শ-এর জীবনে মায়ের অবদান, পরিণত জীবনে তেমনি চার্লোটের ভূমিকা। ১৯৩৮ সালে লন্ডনের অবস্থান, কালেআইয়ট সেন্ট লরেন্সের নির্জন কক্ষে দিন অতিবাহিত করতেন। ১৯৪৩ সালে স্ত্রীর মৃত্যু হয়।সার্বিক সৃষ্টি - ১৮৯০-এর দশকে পূর্ণদৈর্ঘ্য নাটকসমূহ

উইডোয়ার্স হাউজেস,
দ্য ফিলান্ডারার,
মিসেস ওয়ারেন্স প্রফেশন,
আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান,
ক্যানডিডা,
ইউ নেভার ক্যান টেল,
দ্য ডেভল্স ডিসাইপল,
সিজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা,
ক্যাপ্টেন ব্রাসবাউন্স কনভার্শন,
উপযোগকরণ,
দ্য গ্যাডফ্লাই,
স্বল্পদৈর্ঘ্য নাটক-
দ্য ম্যান অব ডেসটিনি,
১৯০০-১৯০৯ এবং পূর্ণদৈর্ঘ্য নাটকসমূহ
ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান,
জন বুল্স আদার আইল্যান্ড,
মেজর বারবারা,
দ্য ডক্টরস ডিলেমা,
গেটিং ম্যারিড,
মিসালাইয়ান্স,
স্বল্পদৈর্ঘ্য নাটকসমূহ--
দি অ্যাডমায়ারেবল ব্যাশভিল,
হাউ হি লাইড টু হার হাজব্যান্ড,
প্যাশন, পয়জন, অ্যান্ড পেট্রিফ্যাকশন,
দ্য শিউইং-আপ অব ব্ল্যাঙ্কো পজনেট,
প্রেস কাটিংস,
দ্য ফ্যাসিনেটিং ফাউন্ডলিং,
দ্য গ্লিম্পস অব রিয়ালিটি,
১৯১০-১৯১৯-
পূর্ণদৈর্ঘ্য নাটক-
ফ্যানিস ফার্স্ট প্লে,
অ্যান্ড্রোক্লিস অ্যান্ড দ্য লায়ন,
পিগম্যালিয়ন,
হার্টব্রেক হাউজ,
স্বল্পদৈর্ঘ্য নাটক-
দ্য ডার্ক লেডি অব দ্য সনেটস,
ওভাররুলড,
দ্য মিউজিক কিউর,
গ্রেট ক্যাথরিন,
দি ইনকা অব পেরুসালেম,
ওয়্যাহার্টি ভি. সি.,
অগাস্টাস ডাজ হিজ বিট,
আন্নাইয়ান্ স্কা, দ্য বলশেভিক এমপ্রিস,
১৯২০-১৯৫০-
পূর্ণদৈর্ঘ্য নাটকসমূহ-
ব্যাক টু মেথুসেলাহ,
সেন্ট জোয়ান,
দি অ্যাপল কার্ট,
টুটুটু বি গুড,
অন দ্য রকস,
দ্য সিম্পলটন অব দি আনএক্সপেক্টেড আইলস,
দ্য মিলিয়নিয়ারেস,
জেনেভা,
ইন গুড কিং চার্লস গোল্ডেন ডেজ,
বয়ান্ট বিলিয়ন্স,
স্বল্পদৈর্ঘ্য নাটকসমূহ--
আ ভিলেজ উইং,
দ্য সিক্স অব কালাইস,
সিমবেলিন রেফিনিশড,
ফারফেচড ফ্যাবলস,
শেকস ভার্সাস শাভ,
হোয়াই শি উড নট,প্রভৃতি।

শিল্প, সাহিত্য, নাটক, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতির মেলবন্ধনে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, বিশ্ববিখ্যাত মনীষী, সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে শোভিত, দার্শনিক, সাহিত্যিক, শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক, বহু পুরস্কারে ভূষিত জর্জ বার্নার্ডশ ১৯৫০ সালের ২ নভেম্বর পরলোকে পাড়ি দেন।মৃত্যুর পর তার ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে সমাহিত করা হয়নি।তার মৃতদেহ দাহ করা হয়।তার উইল অনুযায়ী, তার এবং তার স্ত্রী শার্লট পেইন-টাউনশেন্ডের (যিনি ১৯৪৩ সালে মারা যান) ছাই একসঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়।তাদের এই
মিশ্রিত ছাই ইংল্যান্ডের হার্টফোর্ডশায়ারের আয়ট সেন্ট লরেন্সে অবস্থিত তাদের দীর্ঘদিনের বাসভবন শ'স কর্নার' -এর বাগানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 14-11-2026 00:00 Page 5

শোভা মহিলা মঙ্গল সমিতির প্রতিষ্ঠাদিবসে মানবিকতার নজির

নয়া জামানা,মালদা ঃ উৎসবের আনন্দ নয়, মানুষের মুখে হাসিই হয়ে উঠল প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সেরা উপহার। মানবিকতার সেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তৈরি করল মালদার কালিয়াচক বালিয়াডাঙ্গার ‘শোভা মহিলা মঙ্গল সমিতি’। সংস্থার সপ্তম প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে অভিনব উদ্যোগে সামিল হলেন প্রতিষ্ঠাতা রাজেশ মহলদার-সহ সংগঠনের সদস্যরা। শুক্রবার মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বর এবং মালদা রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছে যান সমিতির সদস্যরা। সেখানে থাকা অসহায়, দিনমজুর ও দুঃস্থ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় খাবার। শীতের আমেজে প্রায় শতাধিক মানুষের মুখে খাবার তুলে দিয়ে তাঁদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেন তাঁরা।প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখতে কেক কাটা কিংবা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের পরিবর্তে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই উদ্যোগ স্বাভাবিকভাবেই প্রশংসা কুড়িয়েছে।এই কর্মসূচিতে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা রাজেশ মহলদার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জিয়াউল সেখ-সহ সমিতির অন্যান্য সদস্যরা। তাঁদের এই উদ্যোগে একদিকে যেমন অসহায় মানুষের মুখে ফুটেছে হাসি,অন্যদিকে তেমনই উঠে এসেছে সামাজিক দায়বদ্ধতার এক সুন্দর বার্তা। সংস্থার কর্ণধার রাজেশ মহলদার জানান,মানুষের সেবা করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। মানুষের পাশে থেকে তাঁদের সুখ-দুঃখ ও কষ্টের সঙ্গী হতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করবেন তিনি।তাঁর কথায়, মানুষের জন্য কিছু করতে পারার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত আনন্দ। আসলে প্রতিষ্ঠানের বয়স সাত বছর পূর্ণ হওয়া শুধু উদযাপনের বিষয় নয়, মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সেই পথচলাকে আরও অর্থবহ করে তোলাই যে প্রকৃত সাফল্য তা-ই যেন বুঝিয়ে দিল শোভা মহিলা মঙ্গল







শালবাড়ি-১ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হলেন বিজেপির মামনি রায়

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ শালবাড়ি-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন উপপ্রধান নির্বাচিত হলেন বিজেপির মামনি রায়। শুক্রবার দুপুরে তাঁর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হতেই দুরামারি বাজার এলাকায় আনন্দে ফেটে পড়েন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। ঢাকঢোল বাজিয়ে ও একে অপরকে গেরুয়া আবির মাখিয়ে এই জয় উদযাপন করা হয়। রাজনৈতিক পালাবদলে অতীতে তৃণমূলের দখলে থাকা এই পঞ্চায়েত এখন বিজেপির হাতে আসায় এবং প্রধানের পর এবার উপপ্রধানের পদটি পূরণ হওয়ায় বিজেপি শিবিরে খুশির হাওয়া বইছে। দায়িত্ব পাওয়ার পরই মামনি রায়



দুরামারির পুরনো বাজারের মন্দিরে পুজো দিয়ে আশীর্বাদ নেন এবং কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে নতুন বাজারে ঘুরে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করেন। নির্বাচন ঘিরে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এলাকায় ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তা মোতায়েন ছিল। এই জয়ে এলাকার উন্নয়নে নতুন গতি আসবে বলে আশাবাদী স্থানীয় নেতৃত্ব।

খুদে শিল্পীদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম পুলিশ আধিকারিকের

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ খুদে শিল্পীদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বানারহাট থানার চামুর্চি আউটপোস্টের ওসি ভবেশ সুব্বা। ডুয়ার্সের বানারহাট থানার উদ্যোগে শ্যামাপুজো উপলক্ষে আয়োজিত পাঁচ দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল এলাকার ছোট শিশু শিল্পীরা। নাচ, গান ও আবৃত্তির মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার পর তাদের হাতে মেডেল তুলে দেওয়া হচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই এক অবাক করা দৃশ্য দেখা যায়, যেখানে মেডেল পরানোর পাশাপাশি ওই ছোট্ট শিশুদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন পুলিশ আধিকারিক। সাধারণত



পুলিশের কঠোর প্রশাসনিক রূপ দেখেই মানুষ অভ্যস্ত, কিন্তু এই ঘটনা প্রমাণ করল যে খাঁটি শিল্প ও প্রতিভার কোনো বয়স বা পদমর্যাদা হয় না। ভবেশ সুব্বা হয়তো এই খুদে শিল্পীদের মধ্যেই প্রতিভার প্রকৃত রূপ ও দেবীর আশীর্বাদ খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর এই বিনয়, শ্রদ্ধা ও মানবিক আচরণ কেবল উপস্থিত মানুষের মন জয় করেনি, বরং আগামী প্রজন্মের কাছেও এক সুন্দর বার্তা ও শিক্ষার উদাহরণ হয়ে রইল।

রায়ডাক নদীর বুকে চলছে অবাধে বালি ও পাথর উত্তোলন, প্রশ্নের মুখে প্রশাসন

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ কুমারগ্রাম ব্লকের রাধানগর সংলগ্ন গোচিমারি এলাকায় ২নং রায়ডাক নদীর বুক চিরে ভারী যন্ত্র বা পকলিন মেশিন দিয়ে অবৈধভাবে বালি ও পাথর তোলার অভিযোগ উঠেছে। নদীর পাড়ে স্থায়ী বা অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরি করে দিন-রাত এই খননকাজ চলায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নদীর বিস্তীর্ণ অংশজুড়ে লাগাতার এই খননের ফলে নদীগর্ভে একাধিক গভীর ও সুবিশাল গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি বিঘ্নিত হওয়ায় নদীর দুই পাড়ের



বাস্তুতন্ত্র এবং স্থানীয় পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করছেন পরিবেশপ্রেমীরা। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, এই খননকাজের নেপথ্যে কোনো সরকারি আইনি অনুমতি রয়েছে কি না এবং এর সঙ্গে ঠিক কারা জড়িত, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই বিষয়ে কুমারগ্রামের বিডিও সন্দীপ ধারা জানান, গোচিমারি
এলাকায় নদী খননের কোনো অনুমতি তাঁর জানা নেই, তবে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অবৈধ বালি পাচার রুখল পুলিশ, পলাতক চালক

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ অবৈধভাবে নদী থেকে বালি পাচারের অভিযোগে জলপাইগুড়ির ভোটপট্টি ফাঁড়ির পুলিশ একটি বালুবোঝাই ট্রলি আটক করেছে। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় ট্রলির চালক।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে গত ১২ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা প্রায় পাঁচটা নাগাদ পাঠানের ডাঙ্গা নদী সংলগ্ন এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। সরকারি নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কীভাবে দিনের পর দিন নদী থেকে



এভাবে অবৈধভাবে বালি তোলা হচ্ছে, তা নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং পলাতক চালক কোথায় লুকিয়ে রয়েছে, তা খুঁজে বের করতে এখন তৎপর হয়েছে পুলিশ। আটক ট্রলিটিকে থানায় নিয়ে এসে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই ঘটনার পর এলাকায় নজরদারি আরও বাড়ানো হতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 14-11-2026 00:00 Page 6

লাটাগুড়ির জঙ্গলের ধার থেকে যুবকের রহস্যমৃত্যু, এলাকায় চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ লাটাগুড়ি সংলগ্ন বিচাভাঙায় জঙ্গলের ধার থেকে এক যুবকের রহস্যজনক মৃতদেহ

উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত যুবকের নাম রাজকুমার রায় (৩০), তিনি ক্রান্তির ডোপবাড়ি এলাকার বাসিন্দা এবং পেশায় মুরগির ব্যবসায়ী ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে রেলওয়ে ওভারব্রিজের কাছে জঙ্গলের ধারে তাঁর দেহ এবং পাশেই একটি বাইক পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

খবর পেয়ে ক্রান্তি ফাঁড়ি ও মেটেলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে। বাইক পাওয়া যাওয়ায় প্রথমে পথ দুর্ঘটনা মনে হলেও, দেহের বিভিন্ন অংশে থাকা একাধিক ক্ষতচিহ্ন দেখে এটি নিছক দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত খুন, তা নিয়ে জোরালো সংশয় তৈরি হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে

এলেই মৃত্যুর আসল কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানা গিয়েছে।

বাড়িতে মদের রমরমা কারবার, ময়নাগুড়িতে ধৃত কৃষক

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ বারোঘরিয়া এলাকায় কালীপুজোর মৌসুমে অতিরিক্ত লাভের আশায় বাড়িতেই

বেআইনি মদের আসর ও কারবার চালানোর অভিযোগে মনি রায় নামের এক কৃষককে গ্রেপ্তার করেছে ময়নাগুড়ি থানা। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ তার বাড়িতে বিশেষ অভিযান চালায় এবং সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে দেশি ও বিদেশি মদের বোতল উদ্ধার করে। ধৃত যুবক কৃষি কাজের পাশাপাশি বেশি উপার্জনের লোভেই এই অবৈধ কারবারে জড়িয়ে পড়েছিল বলে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে। সে জানায়, পুজোর দিনগুলিতে মদের অতিরিক্ত চাহিদাকে কাজে লাগিয়ে বাড়িতেই ক্রেতাদের গ্লাসে ঢেলে ও বোতল বিক্রি করত সে। এই ঘটনার পর পুলিশি জেরার মুখে অভিযুক্ত নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভবিষ্যতে এমন বেআইনি কাজ আর করবে না বলে অনুশোচনা প্রকাশ করেছে। ময়নাগুড়ি থানার এই অভিযানে এলাকার অন্যান্য অসাধু ব্যবসায়ীদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এবং পুলিশি নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।

যাত্রীদের স্বাগত জানাতে রেড কার্পেট, গান আর রঙিন সাজে উৎসবের ছোঁয়া

হাওড়া ঃ উৎসবের আবহ শুধু বাড়ি কিংবা ঘাটে নয়, এবার তার ছোঁয়া হাওড়া স্টেশনেও। ছটপুজো উপলক্ষে যাত্রীদের স্বাগত জানাতে বিশেষ সাজে সেজে উঠেছে পূর্ব রেলের অন্যতম ব্যস্ত এই স্টেশন। স্টেশনের ওল্ড কমপ্লেক্সের ক্যাব রোডে পাতা হয়েছে রেড কার্পেট। মাথার উপর রঙিন ছাউনি, চারপাশে আকর্ষণীয় সাজসজ্জা আর মাইকে ভেসে আসা ছটপুজোর ঐতিহ্যবাহী গান;সব মিলিয়ে স্টেশন চত্বরে তৈরি হয়েছে উৎসবমুখর পরিবেশ। শুক্রবার হাওড়া স্টেশনে দেখা গেল, বাড়ি ফেরার তাড়ার মাঝেও যাত্রীরা উপভোগ করছেন রেলের এই বিশেষ উদ্যোগ। ছটপুজো উপলক্ষে ভিনরাজ্য ও দূরদূরান্ত থেকে আসা যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে ক্যাব রোডে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি ট্রেনে ওঠার জন্য পৃথক লাইনের ব্যবস্থা থাকায় ভিড় সামলানো এবং যাত্রীদের যাতায়াত অনেকটাই সহজ হয়েছে বলে দাবি যাত্রীদের। তাঁদের কথায়, আগে



ছটপুজোর সময় বাড়ি ফেরার জন্য হাওড়া স্টেশনে ভিড়ের মধ্যে নানা সমস্যার মুখে পড়তে হত। কিন্তু এবার রেলের এই পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনায় অনেকটাই স্বস্তি মিলেছে। পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএম বিশাল কাপুর জানান, যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নত পরিষেবা দেওয়াই রেলের প্রধান লক্ষ্য। উৎসবের সময় যাত্রীদের যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয়, সেই কারণেই এই বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, প্রতিটি উৎসবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্টেশনে গান বাজানোর ব্যবস্থা করা হয়। ছটপুজো উপলক্ষে যেমন ছটের ঐতিহ্যবাহী গান বাজানো হচ্ছে, তেমনই আগামী জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় দুর্গাস্তুতি ও রবীন্দ্রসংগীত শোনানোর পরিকল্পনা রয়েছে। রেলের

এই উদ্যোগে একদিকে যেমন যাত্রীদের অপেক্ষার সময় কিছুটা আনন্দময় হয়ে উঠছে, তেমনই ব্যস্ত স্টেশন চত্বরেও ধরা পড়ছে উৎসবের রঙ।

মেদিনীপুর শহরে নাথুরাম গডসের ছবি টাঙানোকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য

মেদিনীপুর ঃ শুক্রবার মেদিনীপুর শহরের গান্ধী মূর্তির ১০০ মিটার দূরে গান্ধীজীর হত্যাকারী বলে পরিচিত নাথুরাম গডসের ছবি টাঙ্গানো-কে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। শিল্পী মৃন্ময় সাউ নাথুরাম গডস-কে বীরের সম্মান দিয়ে ওই ছবি টাঙিয়েছেন। ছবির উপরে লেখা রয়েছে বীর লহ প্রণাম। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব সঞ্জীব সিট ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তিনি বিষয়টি প্রশাসনকে জানাবেন বলেও জানান। তিনি বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের তীর্থস্থান ঐতিহাসিক মেদিনীপুর শহর স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে নাথুরাম গডসের কোন যোগ নেই, অথচ যে নাথুরাম গডসে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করেছে তারই ছবি টাঙানো হয়েছে।

জগদ্ধাত্রী পুজোর উন্মাদনার মধ্যেই শান্তিপুরে শুরু হলো শ্রীশ্রী সন্তোষী মাতা পুজো

শান্তিপুর ঃ জগদ্ধাত্রী পুজোর উন্মাদনার মধ্যেই নদিয়ার শান্তিপুরের সূত্রাগড়ে শুরু হলো শ্রীশ্রী সন্তোষী মাতা পুজো। ১৩ তারিখ শুক্রবার হওয়ায় বিশেষ তিথিতে মহাসমারোহে শুরু হয়েছে এই আরাধনা। শাস্ত্রীয় বিধান ও তিথির হেরফেরে গত বছর যেখানে ভক্তরা ৯ দিন মায়ের পুজো করার সুযোগ পেয়েছিলেন, এ বছর তা ৮ দিনে দাঁড়াচ্ছে। তবে পুজোর দিন কিছুটা কমলেও ভক্তদের উদ্দীপনা ও উৎসাহে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি। সূত্রাগড় চুনরি পাড়া নিউ তরুণ সংঘ ক্লাবের পরিচালনায় এ বছর এই পুজো অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করেছে। দীর্ঘ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী এই পুজোকে কেন্দ্র করে এলাকায় এখন থেকেই উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই পুজোর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এর প্রাচীন রীতিনীতি ও প্রসাদের বিন্যাস। দেবীকে নিবেদিত প্রধান প্রসাদ হিসেবে ছোলা এবং গুড় ব্যবহার করা হয়। বিশেষ নিয়ম মেনে এই পুজোয় কোনো ধরনের তেলের ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এমনকি মিষ্টান্ন বলতে একমাত্র গজা ছাড়া অন্য কোনো মিষ্টি বা ভোগের পদ প্রসাদে ব্যবহার করা হয় না। শতাব্দীপ্রাচীন এই নিয়ম আজও



অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে আসছেন উদ্যোক্তারা ও ভক্তরা ।তবে পুজোর সূচনার দিনে একটি ভিন্ন চিত্রও চোখে পড়েছে। পুজো নির্দিষ্ট তিথিতে শুরু হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত মণ্ডপসজ্জার কাজ সম্পন্ন তো দূরের কথা, ঠিকমতো শুরুই করা সম্ভব হয়নি! এই বিষয়ে উদ্যোক্তাদের কাছে জানতে চাওয়া হলে তাঁরা জানান, কালীপুজোর মণ্ডপ তৈরিতে ব্যস্ত থাকার কারণে শিল্পীরা এখনও এসে পৌঁছাতে পারেননি। তাছাড়া এতদিন এই পুজো ঘরের অন্দরে বা ঘরোয়াভাবে হলেও, এ বছর জাঁকজমকভাবে শুরু হওয়ায় আগামীকাল শনিবার থেকে পুরোদমে মণ্ডপসজ্জার কাজ শুরু হবে। আগামী দুদিনের মধ্যেই প্যান্ডেলের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা। বাকি পাঁচ দিন ধরে সর্বসাধারণ দর্শনার্থীরা মণ্ডপ ও প্রতিমা দর্শনের পূর্ণ সুযোগ পাবেন। উদ্যোক্তারা আরও জানান, এ বছরের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের মণ্ডপসজ্জায় সম্পূর্ণ সাবেকি রীতিনীতির রূপ ফুটিয়ে তোলা হবে। আজ মহোৎসবের মধ্য দিয়ে পুজোর শুভ সূচনা হওয়ার পর থেকে আগামী দিনগুলিতে প্রতিদিন জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিচিত্রানুষ্ঠান এবং নানাবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সবশেষে প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রায় এক অভিনবত্বের ছোঁয়া থাকবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পুজো কমিটির কর্তারা।

শান্তিপুরে ছট পুজো ঘিরে কড়া নিরাপত্তা ও ব্যাপক প্রস্তুতি

শান্তিপুর ঃ রবিবার সন্ধ্যায় ও সোমবার সকালে সূর্য-দেবতা কে অর্ঘ্য দেবেন হিন্দিভাষী মুলতঃ বিহারী সম্প্রদায়ের মানুষজন। এভাবেই ব্রতীদের মহোৎসব সর্বজনীন ছট পুজো সম্পূর্ণ হবে। এই মহোৎসবকে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করতে নজিরবিহীন প্রস্তুতি নিল শান্তিপুর ব্লক প্রশাসন। পুণ্যার্থীদের সুরক্ষা এবং সামগ্রিক সুবিধার কথা মাথায় রেখে ঘাটগুলিতে একাধিক কড়া নিরাপত্তা বলয় ও পরিকাঠামোগত বন্দোবস্ত করা হয়েছে। বুধবার এই সমস্ত প্রস্তুতি ও নিরাপত্তার দিকগুলি সরেজমিন খতিয়ে দেখতে ঘাটগুলিতে উপস্থিত হন শান্তিপুরের বিডিও সব্যসাচী রায়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তিপুর ব্লকের আওতাধীন এলাকায় ছট পুজোর জন্য মূলত ৭ থেকে ৮টি প্রধান ঘাট চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে চৌধুরীপাড়া ঘাট, বয়রা ঘাট এবং পারপাড়ার ঘাটগুলিতে প্রতি বছর ভক্ত ও পুণ্যার্থীদের ভিড় সবচেয়ে বেশি হয়। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে সংশ্লিষ্ট ঘাটগুলির ওপর বাড়তি নজরদারি রাখছে প্রশাসন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বিডিও সব্যসাচী রায় বলেন, পুণ্যার্থীরা যাতে অসাবধানতাবশত বা অতিরিক্ত ভিড়ের মধ্যে কোনোভাবেই গভীর জলে চলে না যান, তার জন্য জলের নিরাপত্তার খাতিরে উপযুক্ত ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া, ছট পুজোর শেষ ও শুরুর দিকে অর্থাৎ ভোরবেলা এবং গোধূলিলগ্নে পুজো দিতে আসা মানুষেরা যাতে কোনো ধরনের সমস্যার মুখে না পড়েন, সেজন্য গোটা ঘাট চত্বরে পর্যাপ্ত আলোর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এমনকি সার্বিক নজরদারি বজায় রাখতে একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরাও ইনস্টল করা হচ্ছে। পুজো চলাকালীন ঘাট চত্বরে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করা হবে।

গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতির মধ্যেই ম্যানগ্রোভ ধ্বংসের অভিযোগ,

নয়া জামানা ঃ ২০২৭ সালের গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতির মধ্যেই মাটি কাটাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল গঙ্গাসাগরের বেনুবন এলাকায়।

নদীর পাড় থেকে মাটি কাটার পাশাপাশি উপকূলের প্রাকৃতিক সুরক্ষাকবচ ম্যানগ্রোভ গাছ ধ্বংসের অভিযোগ তুলে মাটিবোঝাই ট্রাক্টর আটকে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় মহিলারা। তাঁদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সরকারি টেন্ডারের শর্ত অনুযায়ী খাল ড্রেজিং করে সেই মাটি মেলা প্রাঙ্গণ ও স্নানের ঘাটের উন্নয়ন ও সংস্কারের কাজে ব্যবহার করার কথা। কিন্তু সেই নিয়ম না মেনে নদীবাঁধ সংলগ্ন এলাকা থেকে মাটি কেটে নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি নির্বিচারে কেটে ফেলা হচ্ছে উপকূল রক্ষাকারী ম্যানগ্রোভ গাছ। এর ফলে নদীবাঁধ দুর্বল হয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা। বিশেষ করে বর্ষা, ঘূর্ণিঝড় ও ভরা কোটালের সময় নদীর জল ঢুকে বসতবাড়ি ও কৃষিজমি প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে দাবি আন্দোলনকারীদের। বিক্ষোভকারী সংগীতা মণ্ডল বলেন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন এলাকার মহিলারা একত্রিত হয়ে ম্যানগ্রোভ গাছকে ফোঁটা দিয়ে সেগুলি রক্ষার শপথ নিয়েছিলেন।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 14-11-2026 00:00 Page 7

মণিপুরে সন্ত্রাসী হামলায় মৃত দুই মহিলা-সহ ৪

মণিপুরঃ ফের রণক্ষেত্র মণিপুর। রাস্তায় গাড়ি আটকে চলল এলোপাথাড়ি গুলি। এই হামলায় দুই মহিলা-সহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার উখরুল জেলায় সন্দেহভাজন জঙ্গিদের একটি দল এই হামলা চালিয়েছে বলে দাবি পুলিশের। হামলা চলেছে ইম্ফল-উখরুল সড়কের নিউ হ্যাভেন এলাকায়। এই হামলার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি জঙ্গিদের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, অতর্কিতেই এই হামলা চালানো হয়েছে। মাঝরাস্তায় দু'টি গাড়িকে থামিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় জঙ্গিরা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৪ জনের। ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ির কাজে একাধিক গুলির চিহ্ন দেখা গিয়েছে। গত বৃহস্পতিবারই মণিপুরের সেনাপতি জেলায় গোলাগুলির জেরে মৃত্যু হয়েছিল একজনের। এরপর ফের হামলার ঘটনা ঘটল মণিপুরে। এদিকে এই উখরুল জেলায় কুকি জঙ্গিদের হামলায় একজন আহত হয়েছেন। সাধারণ কৃষকদের উপরও হামলার ঘটনা ঘটেছে। একের পর এক হামলার ঘটনায় স্বাভাবিক উদ্বেগ



বেড়েছে। হিংসা রুখতে মণিপুর পুলিশ, সিআরপিএফ, বিএসএফ এবং অসম রাইফেলসের অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি যাতে আরও খারাপ না হয়, সেজন্য নিরাপত্তাবাহিনী আশপাশের গ্রামগুলো ঘিরে ফেলেছে এবং তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। তদন্ত শুরু হয়েছে এবং সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, মণিপুরে কুকি ও মেতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই জাতিগত হিংসা শুরু হয়েছিল ২০২৩ সালের মে মাস থেকে। সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত অন্তত ৩০৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৪৯ জন এখনও নিখোঁজ এবং হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। রিপোর্ট বলছে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে পার্বত্য জেলাগুলোতে কুকি ও নাগা সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ৫০ জন নিহত হয়েছেন।

পুতিনকে ১৫০ বছর বাঁচাতে বাঁদরের রক্ত নিয়ে গবেষণায় রুশ বিজ্ঞানীরা!

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ নশ্বর মানুষের অবিনশ্বর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সুপ্রাচীন। ভারতের রামায়ণ-মহাভারত-সহ বিশ্বের সমস্ত মহাকাব্যে অমরত্বের লক্ষ্যে কঠিন তপস্যা এবং দেবতার বড়প্রাপ্তির কথাও জানা যায়। অমৃতের অধিকার পেতে দেবাসুরের যুদ্ধের কথাও ভারতীয় মাত্রই জানেন। নেহাত অমরত্ব না মিললেও কয়েক দশ আয়ুও যদি বাড়ানো যায়? সেই লক্ষ্যে শয় শয় বৃদ্ধ বাঁদরের রক্ত নিয়ে চমকে দেওয়া গবেষণা শুরু করেছেন রাশিয়ার একঝাঁক বিজ্ঞানী। এমন কাণ্ডের নেপথ্যে আসলে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের অন্তত

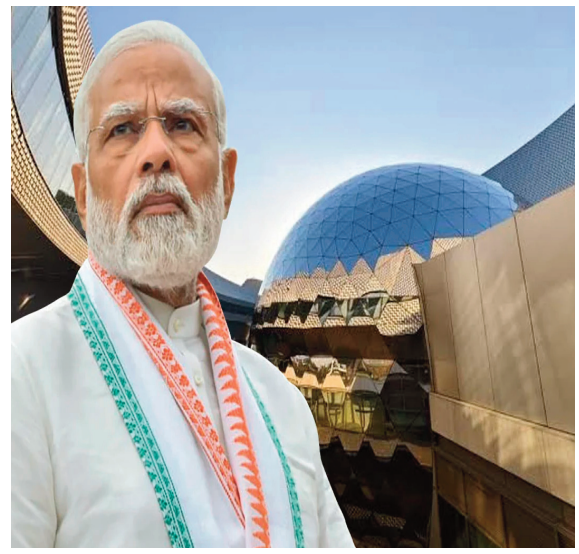


১৫০ বাঁচার তীব্র বাসনা। এমনটাই দাবি, ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড ডেইলি মেইলের। বুধবার প্রকাশিত হয়েছে ডেইলি মেইলের একটি চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন। সেখানে দাবি করা হয়েছে, পুতিনের আয়ু বাড়াতে বাঁদর নিয়ে গবেষণায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন রুশ প্রেসিডেন্টের বিশ্বস্ত অনুচর হিসাবে পরিচিত বিজ্ঞানবিষয়ক উপদেষ্টা ৮০ বছর বয়সি মিখাইল কোভালচুক। আরও জানা গিয়েছে, রাশিয়ার অন্যতম প্রধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান কুরচাতভ ইনস্টিটিউটে ২২টি প্রজাতির সাত হাজারের বেশি বাঁদর রয়েছে। এর মধ্যে ৩০ বছরের বেশি বয়সি বাঁদরগুলিকে একটি গবেষণা করছেন বিজ্ঞানীরা। তাদের রক্ত, মস্তিষ্ক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করে দীর্ঘায়ু হওয়ার জৈবিক রহস্য খুঁজছেন তাঁরা।মানুষের সঙ্গে বাঁদর শারীরিক প্রক্রিয়ার বেশ খানিকটা মিল রয়েছে। মনে করা হচ্ছে, এই কারণেই আয়ু বাড়ানোর গবেষণায় বাঁদরকে বেছে নেওয়া হয়েছে। ডেইলি মেইলের দাবি, সম্প্রতি মস্কোর এক বিজ্ঞান সম্মেলনে কোভালচুক বলেন, ১৮ থেকে ৩০ বছরের বেশি বয়সি বাঁদরদের বার্ধক্যের বিভিন্ন পর্যায় পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বায়োকেমিক্যাল পরীক্ষা, শারীরিক গঠন বিশ্লেষণ, রক্তনালির পরীক্ষা ও মস্তিষ্কের স্ক্যান-সহ পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে।ডেইলি মেইলের প্রতিবেদনে আরও জানা গিয়েছে, পুতিনের দীর্ঘায়ু প্রকল্পে নেতৃত্বে মিখাইল কোভালচুকের পাশাপাশি রয়েছেন প্রেসিডেন্টের মেয়ে ও চিকিৎসক মারিয়া ভরোন্তসোভা। সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেলের এক অনুষ্ঠানে বার্ধক্য প্রতিরোধী ওষুধ তৈরির পরিকল্পনার কথা জানান তিনি। উল্লেখ্য, গত বছর বেজিং সফরের সময় চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংয়ের সঙ্গে পুতিনের অঙ্গ প্রতিস্থাপন ও ১৫০ বছর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। পরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবিষয়ক এক সম্মেলনে পুতিন বলেন, মানুষের আয়ু ১৫০ বছর পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। মনে করা হচ্ছে, সেই লক্ষ্যেই বাঁদরের রক্ত নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন রুশ বিজ্ঞানীরা।

দেশে প্রথম ৮কে

রেজোলিউশনে মহাকাশ দর্শন!

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ দেশে প্রথমবার ৮কে রেজোলিউশনে মহাকাশ দর্শনের সুযোগ। শুক্রবার কর্নাটকের মাইসুরুতে অত্যাধুনিক 'কসমস-মাইসুরু' প্ল্যানেটোরিয়ামের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মাইসুরু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তৈরি হয়েছে অত্যাধুনিক এই মহাকাশ বিজ্ঞান কেন্দ্র। এই উদ্যোগ প্ল্যানেটোরিয়াম প্রযুক্তি এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষায় বড় অগ্রগতি বলে মনে করা হচ্ছে। চামুণ্ডি পাহাড়ের পাদদেশে, মাইসুরু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তৈরি হওয়া অত্যাধুনিক এই মহাকাশ বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান আকর্ষণ হল এর ১৫ মিটার চওড়া হেলানো এলইডি ডোম।



সাধারণ প্ল্যানেটেরিয়ামে যেখানে প্রজেক্টর দিয়ে ছবি দেখানো হয়, এখানে গোটা ডোমটাই এলইডি প্যানেল দিয়ে তৈরি। মোট ৬১৪৮টি এলইডি প্যানেল আর প্রায় ৪.২৭ কোটি পিক্সেল দিয়ে তৈরি হয়েছে এই ডোম। যার ফলে দর্শকরা ৮কে রেজোলিউশনে গ্রহ, নক্ষত্র, গ্রহণ আর ধূমকেতুর মতো মহাকাশে ঘটে চলা নানা গতিবিধি দেখতে পাবেন। অভিনব এই প্ল্যানেটেরিয়ামে ১৬০ জন দর্শক একসঙ্গে বসে এই শো দেখতে পাবেন। এই উদ্যোগ দেশের শিক্ষার্থী, গবেষক, সাধারণ মানুষের মহাকাশ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ও কৌতূহল আরও বাড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। দেশের জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা প্রতিষ্ঠান আইআইএ এবং মাইসুরু বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয়েছে প্ল্যানেটেরিয়াম। বিরাট এই উদ্যোগে সহযোগিতা করেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর, পরমাণু শক্তি দফতর এবং প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টার দফতর। ২০২২ সালে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সাংসদ তহবিল থেকে ৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। পুরো প্রকল্পে মোট ব্যয় হয়েছে প্রায় ১১৫ থেকে ১১৬ কোটি টাকা। জানা যাচ্ছে, মহাশূন্যের ওপার বিস্ময় প্রত্যক্ষ করার পাশাপাশি এখানে থাকছে অ্যাস্ট্রোনমি মিউজিয়াম, এক্সিবিশন হল, লেকচার রুম আর ট্রেনিং ল্যাব। তিনটি ভাষায় এখানে দেখা যাবে প্রদর্শনী। যেগুলি হল, কন্নড়, ইংরেজি ও হিন্দি। আশা করা হচ্ছে, ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের জন্য মহাকাশ বিজ্ঞান শিক্ষার পথ খুলে দেবে এই কশমস-মাইসুরু প্ল্যানেটেরিয়াম।

নগ্ন ছবির বিনিময়ে পাকিস্তানে পাচার যুদ্ধের নথি!

হানিট্র্যাপের ফাঁদে বায়ুসেনার উইং কমান্ডার

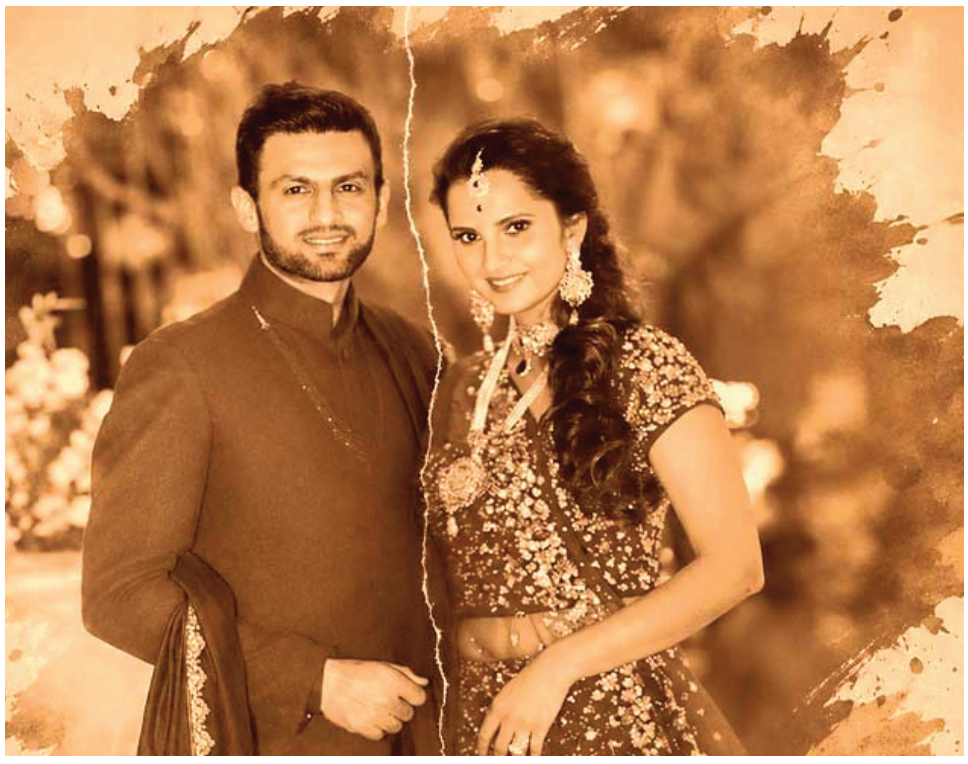
নিজস্ব প্রতিনিধিঃ নগ্ন ছবির প্রলোভনে পা দিয়ে দেশের নিরাপত্তাকে চরম বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। পাঁচ মাস আগে অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট-এ গ্রেফতার হওয়া বায়ুসেনার ওই উইং কমান্ডারের বিরুদ্ধে দিল্লির আদালতে চার্জশিট পেশ করল পুলিশ।

চার্জশিটে চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে ধরে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, সন্দেহভাজন এক পাকিস্তানি গুপ্তচরের সঙ্গে যুদ্ধের গোপন পরিকল্পনা, ড্রোনের ক্ষমতা, সেনা মোতায়েনের অবস্থান, প্রথম সারির যুদ্ধবিমানের গতিবিধি এবং স্পর্শকাতর সামরিক ঘাঁটির ভৌগোলিক অবস্থান সংক্রান্ত অতি গোপনীয় নথি ভাগ করে নিয়েছিলেন ওই আধিকারিক। এর ফলে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সম্পদ ও রণকৌশলগত দুর্বলতা শত্রুপক্ষের কাছে ফাঁস হয়ে গিয়েছে এবং জাতীয় নিরাপত্তা গভীর সংকটে পড়েছে বলে আদালতে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশি চার্জশিট অনুযায়ী, চলতি বছরের ১২ জানুয়ারি থেকে ১ এপ্রিল পর্যন্ত হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ওই সন্দেহভাজন পাকিস্তানি চরটির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলেন অভিযুক্ত উইং কমান্ডার। ১ এপ্রিল দফতরে স্মার্টফোন নিয়ে প্রবেশের সময় তল্লাশিতে ধরা পড়ার পরই তাঁর কীর্তি ফাঁস হয়ে যায়। তদন্তে জানা গিয়েছে, পাকিস্তানি চরটির কাছ থেকে একটি নগ্ন ছবি পাওয়ার পরই বায়ুসেনার গোপন যুদ্ধ পরিকল্পনা-র একটি পাতা পাঠিয়েছিলেন ওই আধিকারিক। শুধু তা-ই নয়, প্রতিটি নগ্ন ছবির বিনিময়ে যুদ্ধ পরিকল্পনার একটি করে নতুন পাতা পাঠানোর প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন তিনি। হোয়াটসঅ্যাপের তথ্য বিশ্লেষণ করে পুলিশ দেখেছে, দু'জনের মধ্যে মোট ৩,০০৮টি লিখিত বার্তা, ৬৫টি ছবি, ৬৫টি প্রতিক্রিয়া, ৪২টি ভয়েস কল, ৪টি ভিডিয়ো কল এবং ৬টি ওয়েব লিঙ্ক আদানপ্রদান হয়েছিল। তদন্তকারীরা আরও জানিয়েছেন, বায়ুসেনার একটি গোপন ড্রোন ইউনিটের শক্তি, সাংগঠনিক কাঠামো, পরীক্ষামূলক উড়ানের তথ্য, অস্ত্র বহনের ক্ষমতা এবং লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার প্রযুক্তির মতো সংবেদনশীল তথ্যও পাচার করেছিলেন ওই আধিকারিক। পাশাপাশি লেহ-তে যুদ্ধবিমান মোতায়েন এবং সুরতগড়ের মহাজন ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে সামরিক মহড়ার খুঁটিনাটিও তিনি শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দেন। সব চেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হল, পাকিস্তানি চরটির পাঠানো ক্ষতিকর ম্যালওয়্যার ও স্পাইওয়্যার অ্যাপ নিজের অধীনে কর্মরত পাঁচ জন অধস্তন কর্মীর তথ্যপ্রযুক্তি যন্ত্রে গোপনে ইনস্টল করে দিয়েছিলেন ওই উইং কমান্ডার, যাতে সেনা কমান্ডের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও গোপন নথিতে সরাসরি নজরদারি চালাতে পারে পাকিস্তান।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 14-11-2026 00:00 Page 8

বিচ্ছেদ ভুলে আবার নিকাহ সানিয়ার?

মুখ খুললেন টেনিস সুন্দরী



নিজস্ব প্রতিনিধিঃ সানিয়া মির্জা। ভারতীয় টেনিসের পোস্টার গার্ল। বহু পুরুষের হৃদয়হরণী। তবে ২০১০ সালে পাকিস্তানি ক্রিকেটার শোয়েব মালিকের সঙ্গে বিয়ে হয় সানিয়ার। তাঁর বহু অনুরাগীর হৃদয় ভেঙেছিল এই বিয়েতে। তারপর কেটে গিয়েছে ১৬ বছর। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে এখন আলাদা হয়েছে শোয়েব-সানিয়ার পথও। টেনিস সুন্দরী কি এখন আবারও নতুন করে সংসার সাজানোর স্বপ্ন দেখছেন? সম্প্রতি একটি টক শোয়ে নিজের ব্যক্তিগত জীবন, বিশেষত প্রেমজীবন নিয়ে মুখ খুলেছেন সানিয়া। প্রিয় বন্ধু, জনপ্রিয় চিত্র পরিচালক ফারহা খানের সঙ্গে তিনি গিয়েছিলেন ডাবল ডেট নামে একটি শোয়ে।

ওই শোয়ের সঞ্চালক অভিনেতা দম্পতি নেহা ধুপিয়া এবং অঙ্গদ বেদী। সেখানে টেনিস সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, শোয়েবের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর তো অনেকটা সময় কেটেছে। সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে চাইছেন তিনি? ২০১০ সালে পাকিস্তানি ক্রিকেটার শোয়েব মালিকের সঙ্গে বিয়ে হয় সানিয়ার। বিয়ের ৮ বছর পর তাঁদের পুত্রসন্তান ইজহানের জন্ম হয়। কিন্তু সুখের সংসারে আচমকাই ভাঙন ধরে। ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে ভেঙে যায় শোয়েব-সানিয়ার বিয়ে। বিচ্ছেদের দীর্ঘদিন পরে সানিয়া বলেছিলেন, সেই সময়ে মানসিকভাবে বিরাট ধাক্কা খেয়েছিলেন। প্যানিক অ্যাটাকও হয় তাঁর। সানিয়ার এই প্যানিক অ্যাটাকের সাক্ষী ছিলেন ফারহা। প্রিয় বন্ধুর এই দুঃসময়ে পাশে ছিলেন ফারহা। তাঁর উদ্যোগেই ওই কঠিন সময় থেকে বেরিয়ে আসেন ভারতীয় টেনিসের গ্ল্যামার গার্ল। বর্তমানে নানা কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন তিনি। পিকলবল খেলা, ডব্লিউপিএলের সঙ্গে যুক্ত থাকা-সানিয়ার হাজারো ব্যস্ততা। তাঁর নিজের ব্যবসাও রয়েছে। সানিয়ার কথায়, তাঁর রক্তে রয়েছে খেলাধুলো। সেটা ছেড়ে দূরে থাকতে পারবেন না। পুত্র ইজহানকে নিয়েও অনেকটা সময় কাটান সানিয়া। কেরিয়ারের কারণে ইজহানকে আগে সময় দিতে পারতেন না।

এখন সেই অভাব মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন সানিয়া। পুত্রের সঙ্গে সিনেমা দেখা, খেলতে যাওয়া নিয়ে মেতে থাকেন তিনি। কিন্তু শোয়েবের শূন্যস্থান? সেটা এখনও রয়েছে। পাক ক্রিকেটার ফের বিয়ে করলেও সানিয়া সেই পথে হাঁটেননি। দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি সিঙ্গেল। সেই ছবিটা কি বদলাবে কোনওদিন? প্রশ্ন করেছিলেন নেহা-অঙ্গদ। দুই সঞ্চালকের প্রশ্নের জবাবে সানিয়া জানান, আমার জীবনে প্রচুর বন্ধু রয়েছে, যারা পুরুষ। তারা আমাকে নানা জায়গায় যেতে আমন্ত্রণ জানায়। আমিও ওদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই, সময় কাটাই। তবে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পর্যন্তই রাখতে চাই।

রোম্যান্টিক সম্পর্কের কথা এখনও কোনওদিন মনে হয়নি। এই জবাব শুনে ফারহা বলেন, ক্ষুব্ধআমাকেও অনেকে জিজ্ঞাসা করে সানিয়া সত্যিই সিঙ্গেল কিনা।ক্ষুব্ধ বন্ধুর মুখে এমন কথা শুনে সানিয়া আরও দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দেন, রোম্যান্টিকভাবে কোনও পুরুষ এখনও পর্যন্ত তাঁর মনে জায়গা করে নিতে পারেননি

। টেনিস সুন্দরীর কথায়, ক্ষুব্ধআমার জীবনে সত্যিই সেরকম কোনও পুরুষ নেই। এখনও পর্যন্ত আমি সিঙ্গেল। ভবিষ্যতে এমন কেউ আমার জীবনে আসবে কিনা জানি না। সানিয়ার কথাতেই স্পষ্ট, ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনই কিছু ভাবতে চান না। বর্তমানেই মন দিচ্ছেন তিনি। বিবাহবিচ্ছেদের পর থেকে নিজের ব্যক্তিগত জীবন একেবারে আড়ালে রেখেছিলেন টেনিস সুন্দরী। তাঁর সোশাল মিডিয়াজুড়ে অজস্র ছবি। কোনওটায় বন্ধু, কোনওটায় পরিবার আবার কোনওটায় পুত্র ইজহানের সঙ্গে মেতে থাকেন তিনি। কাজ এবং বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বেশ কিছু পোস্টও দেখা যায় সানিয়ার ইনস্টাগ্রাম। এই প্রথমবার মুখ খুললেন ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। জানিয়ে দিলেন, টেনিস সুন্দরীর মন জয় করতে পারেননি কেউই।

কুর্সি বাঁচাতে মরিয়া ঊষা

নয়াদিল্লিঃ বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদদের কোটায় হেরে গিয়েও শেষ পর্যন্ত অক্সিজেন পেলেন পি টি ঊষা। ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার আসন্ন নির্বাচনে ফের সভাপতি পদে লড়াইয়ের ছাড়পত্র পেলেন দেশের প্রাক্তন ট্র্যাক রানি। তিন দিন আগে সাধারণ সভায় প্রতিনিধি নির্বাচনের ভোটে হেরে বড়সড় ধাক্কা খেয়েছিলেন ঊষা। তবে ভারতের আইস হকি সংস্থা তাঁকে সাধারণ সভায় মনোনীত করায় ফের লড়াইয়ে ফিরে এলেন তিনি। সংস্থার সংবিধান অনুযায়ী, সভাপতি পদে লড়তে গেলে বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদদের ভোটে জিতে অথবা কোনও জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার মনোনয়নে সাধারণ সভায় আসা বাধ্যতামূলক। নয়টি পদাধিকারী ও কর্মসমিতির সদস্য পদের এই নির্বাচনে ঊষার সামনে এ বার অঞ্জু ববি জর্জ, গগন নারাং, সাইনা নেহওয়াল, বিজেন্দ্র সিংহ এবং যোগেশ্বর দত্তের মতো একঝাঁক অলিম্পিক পদকজয়ী তারকার কঠিন চ্যালেঞ্জ। এ ছাড়া দিল্লি বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবও লড়াইয়ের ময়দানে রয়েছেন। গত সোমবার আশি জন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদের ভোটে চার জন পুরুষ ও চার জন মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। মহিলাদের বিভাগে তিপ্পান্নটি ভোট পেয়ে শীর্ষে ছিলেন বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে পদকজয়ী একমাত্র ভারতীয় মহিলা অঞ্জু ববি জর্জ। তাঁর পরেই ছিলেন প্রাক্তন হকি অধিনায়ক রানি



রামপাল (পঞ্চাশ ভোট), তিরন্দাজ দোলা বন্দ্যোপাধ্যায় (পঁয়তাল্লিশ ভোট) এবং ব্যাডমিন্টন তারকা সাইনা নেহওয়াল (তেতাল্লিশ ভোট)। মাত্র চল্লিশটি ভোট পেয়ে পঞ্চম স্থানে শেষ করায় ছিটকে গিয়েছিলেন ঊষা। কেরলের আর এক তারকা অঞ্জু অবশ্য সভাপতি পদে লড়বেন কি না, তা এখনই খোলসা করেননি। তবে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স সংস্থার দু'বারের সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে নিজের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে অঞ্জু জানিয়েছেন, ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমসকে সামনে রেখে সবাইকে নিয়ে চলার মানসিকতা নিয়েই তিনি ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থায় অবদান রাখতে চান। গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়া অবশ্য তীব্র বিতর্কে জড়িয়েছে। সোমবারের ভোটের আগে আট জন পুরুষ ও পাঁচ জন মহিলা-সহ মোট তেরো জন প্রার্থী আচমকাই মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন। সূত্রের খবর, কার্যকালে কর্মসমিতির সদস্যদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ঊষাকেও সরে দাঁড়াতে বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি রাজি হননি। উল্টে নির্বাচনে সরকারি হস্তক্ষেপ ও বাহ্যিক চাপের তদন্ত চেয়ে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। ঊষার এই অভিযোগের সুর শোনা গিয়েছে মনোনয়ন প্রত্যাহারকারী প্রার্থীদের গলাতেও। এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী শুটার রঞ্জন সিংহ সোধি জানিয়েছেন, নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ের যুক্তি দেখিয়ে একাধিক নামী ক্রীড়াবিদ তাঁকে বারবার সরে দাঁড়ানোর অনুরোধ করেছিলেন, যা নির্বাচনী আচরণবিধির পরিপন্থী। প্রাক্তন স্প্রিন্টার অশ্বিনী নাচাপ্পাও সরাসরি অভিযোগ করেছেন, বাহ্যিক চাপেই প্রার্থীরা সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন, এই সিদ্ধান্ত মোটেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ছিল না। যদিও অঞ্জুর মতে, এই অভিযোগ খতিয়ে দেখা নির্বাচন আধিকারিকদের কাজ, তাঁদের বিষয় নয়। সব মিলিয়ে এক জমজমাট ও নাটকীয় লড়াইয়ের অপেক্ষায় দেশের ক্রীড়ামহল।

নিউজিল্যান্ডের কাছে লজ্জার হার ভারতের!

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ নিউজিল্যান্ড ৩৩৩/১০ (ইয়ং ১২৫, সেইফার্ট ৫৮, অক্ষর ৩৯/২, নবু ৫৯/২, ব্রার ৬৯/২) ভারত ৮৯/১০ (ঈশান ২৭, নমন ২১, হেনরি ২৭/৬, ফিশার ৩১/৩) ২৪৪ রানে জয়ী নিউজিল্যান্ড। সিরিজ জয়ের হাতছানি ছিল ভারতের সামনে। চতুর্থ ওয়ানডে জিতলেই পাঁচ ম্যাচের সিরিজ পকেটে পুরে ফেলতে পারতেন রোহিত শর্মারা। কিন্তু ব্যাটিংয়ের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় সব হিসাব ওলটপালট। নিউজিল্যান্ডের কাছে ২৪৪ রানে হারল ভারত। ৩৩৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মাত্র ৮৯ রানেই শেষ হয়ে গেল ভারতের ইনিংস। ২৬ বছরের ইতিহাসে ওয়ানডে ক্রিকেটে এটি ভারতের সবচেয়ে বড় হার। এই জয়ের ফলে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ব্যবধান কমিয়ে ১-২ করল কিউয়িরা। ভারতের ইনিংসের শুরুটা যেভাবে হল, তা এক কথায় দুঃস্বপ্ন। ৩৩৪ রান তাড়া করতে নেমে প্রথম ওভারেই তিন উইকেট হারিয়ে বসে ভারত। কোনও রান না করেই সাজঘরে ফিরলেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি এবং শ্রেয়স আইয়ার। ম্যাট হেনরির প্রথম ওভারেই কার্যত ম্যাচ থেকে ছিটকে গেল ভারতীয় দল। প্রথম পাঁচ বলের মধ্যেই রোহিত ও কোহলির উইকেট হারায় ভারত। ওভারের শেষ বলে এলবিডব্লিউ হয়ে ফেরেন শ্রেয়সও। প্রথম ওভার শেষে স্কোরবোর্ডে কোনও রান নেই, অথচ তিন উইকেট পড়ে গিয়েছে! এমন বিপর্যয়ের মুখে এর আগে কখনও পড়তে হয়নি ভারতকে। এর পর আর ঘুরে দাঁড়ানোর কোনও সুযোগই দেননি কিউয়ি বোলারেরা। একাই ২৭ রান দিয়ে ৬ উইকেট তুলে নেন হেনরি। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দেন ম্যাথিউ ফিশার। ৩১ রানে ৩ উইকেট নেন তিনি। কাইল জেমিসনের ঝুলিতে একটি উইকেট। এই ম্যাচে শুভমান গিল নেই। কেএল রাহুলও নেই। টেস্ট শিবিরে যোগ দিতে ওয়ানডে দল ছেড়েছেন দুই দুঁদে ব্যাটার। অনেকেই বলছেন তাঁদের না থাকাটাই 'কাল' হল। কারণ একটা সেট টিম ভেঙেছে। তাঁদের অভাব যে সুযোগ পাওয়া ঈশান কিষান এবং রুতুরাজ গায়কোয়াড়রা পূরণ করতে পারেননি, সে কথা বলাই বাহুল্য। ভারতের ব্যাটিং বিপর্যয় অবশ্য নতুন নয়। ২০১০ সালে ডাম্বুলায় শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একই ম্যাচে শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন রোহিত ও কোহলি। ওয়ানডে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার দু'জনেই কোনও রান না করে ফিরলেন। তবে শূন্য রানে ৩ উইকেট হারানোর নজির আরও বিরল। ওয়ানডেতে পঞ্চম বার এমন ঘটনা ঘটল। চলতি বছরেই মিরপুরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শূন্য রানে তিন উইকেট হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। প্রথমবার এমন বিপর্যয় ঘটেছিল ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শূন্য রানে তিন উইকেট হারিয়েছিল পাকিস্তান। ১৯৯৭ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এবং ২০০৩ সালের বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও একই পরিস্থিতির মুখে পড়েছিল পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল ভারতের নাম। শুক্রবার রুতুরাজ গায়কোয়াড়ও দলকে ভরসা দিতে পারেননি। ৫ রান করে জেমিসনের শিকার হন তিনি। মাত্র ৯ রানে চার উইকেট হারানোর পর ভারতের সামনে লক্ষ্য ছিল কোনও রকমে হারের ব্যবধান কমানো। ঈশান কিষান ৫৩ বলে ২৭ রান করেন। অক্ষর প্যাটেলের করলেন ৩৬ বলে ২১। নমন ধীর ২৪ বলে ২১ রান। বাকিরা কেউই দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছতে পারেননি। আকিব নবি ৫, কুলদীপ যাদব ১ এবং গুরনুর ব্রার ২ রান করে ফেরেন। শেষ পর্যন্ত ২৬.৪ ওভারে ৮৯ রানেই শেষ হয় ভারতের ইনিংস। এর আগে টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়া শ্রেয়স আয়ার। সেই সিদ্ধান্তের সুযোগ নিয়ে বড় রান তুলে নেয় নিউজিল্যান্ড। ৫০ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ৩৩৩ রান করে তারা। কিউয়িদের হয়ে দুরন্ত শতরান করেন উইল ইয়ং। ১০৮ বলে ১২৫ রানের ইনিংসে ছিল ১৪টি চার ও চারটি ছয়। যদিও মাত্র ৫ রানে আউট হয়ে যেতে পারতেন তিনি। নবির বলে খোঁচা দিয়ে স্লিপে সহজ ক্যাচ দিলেন। তালুবন্দি করতে পারলেন না প্রথম স্লিপে দাঁড়িয়ে থাকা রোহিত শর্মা। জীবন ফিরে পেয়ে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে গেলেন কিউয়ি ব্যাটার। তাছাড়াও গোটা ম্যাচে ভারতীয় ফিল্ডাররা বল ফসকালেন বেশ কয়েকবার।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।